পারিজাত।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মণ্ডল

বি, এ ; বি, এল ;

শিক্ষক মহাশয়ের

কর কমলে—

কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ,

এই যতনের পারিজাত

গ্রন্থকার দ্বারা

অর্পিত হইল।

সূচী।

বিজ্ঞাপন।

মনে করিয়াছিলাম, গ্রন্থখানি সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করিব; কিন্তু কএকজন বন্ধুর অনুরোধে প্রথম কাণ্ডকে বিশ্বের আলোক দেখাইলাম। ইহার দ্বিতীয় কাণ্ড শীঘ্র পাঠকগণ সমীপে হাজির হইবে। দুই এক স্থানে [illegible]নাক্র-নিস্ম [illegible] মনে হইবে [illegible]। কিন্তু তাহা নয়, পাঠকগণ দ্বিতীয় কল্প পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী বসু অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

অবতরণিকা।

"কুসুমাঞ্জলিরপর ইব প্রকীর্য্যতে কাব্যবন্ধ এষোঽত্র।
মধুলিহ ইব মধুবিন্দূন্ বিরলানপি ভজত গুণলেশান্ ॥"

আশার কি মোহিনী শক্তি! কি অট্টালিকাবিলাসী কি শ্মশানবাসী সকলেই আশার কুহকে বিমুগ্ধ। এই আশার বশেই জননী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে নানা কষ্টে পালন করিয়া ক্রমে মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত করিতেছেন। এই আশা-বলেই ইংরাজগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন—পরে তাহারই সাহায্যে ভারত বক্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। টিপু,—নানা প্রভৃতি উচ্চাভিলাষিগণ আশা কুহকেই ধ্বংস হইয়াছেন;—রে কুহকিনি আশে! তোর কুহকে না মজিয়াছে এমন লোকই নাই, তোর আলিঙ্গনে বঞ্চিত এরূপ ব্যক্তি বিরল। এমন কি সামান্য ভিক্ষুক অবধি রাজা অধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই তোর বলে জীবন ধারণ করিতেছে। আশে! নিকৃষ্ট তস্করের চৌর্য্য কার্য্য তোর প্রশ্রয়েই বাড়িতেছে; এবং অপর পক্ষে সাধুগণও দিন দিন অধিকতর সৎকর্ম্ম করিতেছেন। উভয় পক্ষেরই আশা এই যে উত্তরকালে উন্নতি হইবে। সেইরূপ আমিও অদ্য আশাকে

সহচরী করিয়া "পারিজাত" চিত্রিত করিবার মানসে পাঠক-বৃন্দ-সমীপে উপস্থিত হইলাম। অথবা সংকোচ ত্যাগ পূর্ব্বক পাঠক মহাশয়দিগকে একেবারেই বলি "হে পাঠক মহাশয়গণ এই 'পারিজাতকে' আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলাম। ইহার আগা গোড়া দেখিবেন—তার পর সমস্ত বিচারভার আপনাদেরই উপর।"

আমার "পারিজাত," শুভ দিনে,—শুভক্ষণে,—শুভ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিল কি না তদ্বিষয় এখনও অনিশ্চয়তার ঘোর তমসাচ্ছন্ন সমুদ্রগর্ভে নিহিত রহিয়াছে—আশা করি, পাঠক মহাশয় এক্ষণে সেই সমুদ্রগর্ভ অন্বেষণের নিমিত্ত বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবেন না। সময়ানুসারে রত্নরাজি নিজ নিজ বিমল জ্যোতিঃ বহির্গত করিয়া আপনার হৃদয় ও মন আলোকিত করিতে অক্ষম হইবে না। * * * * * * *
তবে কণ্টক-বনজাত "পারিজাত" যে আপনার মন হরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে সংশয়; তথাপি গোলাব এবং পদ্ম উভয়ে কণ্টকজাত হইয়াও সকলেরই আদর লাভ করিয়াছে। সেইরূপ যদি আমার "পারিজাতকে" সকলে গোলাব এবং কমলের ন্যায় আদর করেন, তাহা হইলে জানিব শ্রম সার্থক হইল।

বিস্তারেণালং
আপনাদেরই
শ্রীলেখক।

শোভাবাজার,
২২এ পৌষ, ১২৮৬ সাল।

পারিজাত

বা

(হরিষে-বিষাদ।)

প্রথম কল্প।

"——won by destructive lust—(reward obscene)
Their charms rejected for the cyprian queen."

এরা আবার কে ?

পাঠক! আমাদের আখ্যায়িকার স্থত্রপাত করিতে সাহসী হইতেছি;—প্রথম দুই এক কল্প নীরস, ইহা প্রায় সকল পুস্তকেই দেখা যায়; আর প্রথম হইতেই রসাধিক্য হইলে পাছে মধু-কলস-প্রবিষ্ট মক্ষিকার ন্যায় জড়িত হইতে হয়, সেই ভয়ই হৃদয়ে স্থান লইতেছে; যাহা হউক, পদ্মকাঁটা ভেদ করিয়া শেষে যেমন মধু পাওয়া যায়, সেইরূপ আমার "পারিজাতের"ও যৌবন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, যে যৌবনে—যে স্থির যৌবনে তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। সময় প্রতীক্ষায় স্থির থাকুন—দেখ্‌বেন সবুরে মেওয়া ফলেছে।

আজ বৈশাখ মাস—২রা তারিখ; প্রখর সূর্য্যকিরণে ভূমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে; মাঠ, ঘাট,—সব শুষ্ক; মহিষেরা শুষ্কপ্রায় সরোবরে কলেবর শীতল করিবার জন্য নামিয়াছে; কিন্তু জলাভাবে আতপতপ্ত পঙ্ক মাখিয়া অধিক উষ্ণ বোধে তথা হইতে উঠিয়া অন্যত্র শীতল হইতে যাইতেছে। গাভী, মেষ ও অন্যান্য গ্রাম্য জন্তুগণ বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয়ান্বেষণ করিতেছে। কুকুরগুলা রৌদ্রে জীব ঝুলাইয়া আলস্য সহকারে মন্দ মন্দ চলিতেছে। পক্ষীরা প্রায় সকলেই নিস্তব্ধ; কেবল পাপিয়ারা মধ্যে মধ্যে "সব গেল" "সব গেল" বলিয়া চেঁচাইতেছে; আর চাতকীরা "একটু জল" "একটু জল" বলিয়া গলা শুষ্ক করিতেছে, যেন বসন্তসমাগমে নব যুবতীগণ পতিবিরহে প্রেম-মধু-পানেচ্ছায় ভালবাসার নাম লইয়া দেহ শুষ্ক করিতেছে; অমনি বৌ-কথা কও পাখীরা স্বভাবসিদ্ধ বাক্যে সমদুঃখিতা জানাইতেছে। এখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর, সূর্য্যদেব যেন কলির পাপ দেখিয়া সহচরদিগের সহিত একত্র হইয়া পৃথিবী-সংহারেচ্ছায় অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে পর্ণকুটীরে সহসা অগ্নিসংযুক্ত হইয়া হুহু শব্দে জ্বলিতে লাগিল; ভ্রাতা পবন দ্রুত আসিয়াই ভস্ম উড়াইয়াই যেন বল খেলিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঘড়ীর বড় কাঁটা ১২ টার কাছে যাইয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে ৫ মিনিটের ঘরে অগ্রবর্ত্তী করিয়া টং শব্দে লোকদিগকে জানালে যে, দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া এক ঘটিকায় পদার্পণ করিল। মার্ত্তণ্ডদেবের প্রখর রশ্মি প্রখরতর হইল; সকলেই ক্লিষ্ট;—পক্ষিগণ উপবনস্থ বৃক্ষচয়ের নিবিড় পত্র-পূর্ণ শাখাস্থিত কুলায়ে অবস্থান করিতেছে; কেবল মাত্র ঘুঘুগণ শ্বেতবর্ণ রঞ্জিত ও সৌরভপূর্ণ পুষ্প-শোভিত শাল্মলী বৃক্ষ শাখান্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে শ্রান্তভাবে প্রেমের গান ছাড়িতেছে, (প্রেমিকে কোন সময়েই প্রেমের ভাব ছাড়ে না);—শিথিলগ্রন্থি পুষ্প সকল বায়ু সনে স্বভাব সিদ্ধ খেলা করিতে যাইয়া পরাস্ত হইল;—বকুলের গ্রন্থি খসিল—শিউলির গ্রন্থি খসিল—

সেঁউতির গ্রন্থি খসিল—পুষ্প সকল শীতল হইবার নিমিত্তই যেন উপবন-পার্শ্বস্থ নির্ম্মল নীরপূর্ণ ঝিলে অঙ্গ ঢালিল; অথবা বৃক্ষ সকল যেন নীর-দেবীকে পুষ্পোপহার দিয়া পূজা করিল। কমলিনীর অঙ্গ কোমল—বাহ্যিকে কোমল কিন্তু হৃদয় কি কঠিন! জগতের দুঃখ দেখিয়া হাসি-তেছে; অনবরত হাসিতেছে! সূর্য্যের প্রভাবেই প্রভাবান্বিতা, অভিমানে ঢলিতেছে। ক্রমে দুইটা তিনটা করিয়া চারিটা পর্য্যন্ত বাজিল; সূর্য্যদেব এতক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে পবন, সূর্য্য-দেবের ঘর্ম্মাক্তকলেবর ক্লান্ত ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হঠাৎ বোধ হইল, দূর হইতে সপ্তা-ধিক অশ্বারোহী পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; পাঠক! লক্ষ্য করে দেখুন দেখ্‌তে পাবেন যে, উহাদের পশ্চাতে একখানা ফিটন গাড়ীকে চারিটা শ্বেত অশ্বে টানিয়া আনিতেছে—দ্রুত টানিয়া আনি-তেছে। তৎপশ্চাৎ চারি জন বলবান্ যুবা চারিটা লোহিতবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনুগমন করিতেছে। অশ্ব কয়েকটি দেখিতে সুন্দর এবং উহাদের সাজগুলিও মূল্যবান্ ছিল। দেখিতে দেখিতে আরোহিগণ শকট সহিত একটা নগরে প্রবেশ করিল। আপনি কি ইহাদের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন? ভরসা করি ইতস্ততঃ করিবেন না, আমাদের আখ্যা-য়িকার বিষয় জানিতে হইলে অবশ্য অনুধাবনে প্রয়োজন হইবেক। অতএব চলুন, ব্যাপারটা দেখিয়া আসা যাউক। এই নগরের নাম যদি জানিতে ইচ্ছা হয় ইহার অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, শুনিবেন ইহার নাম "আগরা"; ঐ পথিকচয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একবার আগরার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত চলুন, পথিকেরা শকটারোহী—আপনি পদব্রজে কিরূপে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন, তাই ভাবিতেছেন! তবে আপনি মনে করিয়া লউন যে, আগরার উত্তর সীমা পৌঁছিয়াছেন। একবার নদীর

দিকে চাহিয়া দেখুন। নানাবর্ণের মেঘ আকাশ বক্ষে ক্রীড়া করিতে করিতে স্বচ্ছ নীরে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত নিজ নিজ মূর্ত্তি স্থাপন করিতেছে এবং দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হইতেছে। জলধরমালা যেন অবনত হইয়া যমুনার পর পার স্পর্শ করিতেছে—অথবা নীলবর্ণ অম্বুরাশি বক্ষ উন্নত করিয়া অম্বরকে আলিঙ্গন করিতেছে। শত শত কুল-নারীগণ গাত্রক্ষালন ও বারি আহরণ কারণ যমুনায় নামিয়াছেন; আহা চাহিয়া দেখুন, যেন স্থবর্ণ পঙ্কজবৃন্দ যমুনায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে; মৃদু মন্দ বায়ু নদীবক্ষে কৌতুকে খেলা করিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটি, দুইটি, তিনটি করিয়া শত সহস্র তরঙ্গরাজি দ্রুতবেগে আসিয়া কুল-বালাদের বক্ষ তৎপরে অধর স্পর্শ করিতেছে! অঙ্গ কাঁপিতেছে—মৃদু পরিমাণে কাঁপিতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের সৌম্য এবং লোহিত মূর্ত্তি স্বচ্ছ নীরে প্রতিবিম্বিত হইল, যেন যমুনাদেবী সন্ধ্যাসমাগমে নব সাজে সজ্জিত হইবার নিমিত্ত অধরে তাম্বূলরাগ রঞ্জিত করিলেন। কূলে কদম্ব, ঝাউ, পিচ, বকুল, বট ইত্যাদি কত প্রকার বৃক্ষ স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তদুপরি কোকিলগণ, পুষ্পগন্ধে উন্মত্ত হইয়া মাঝে মাঝে নন্দদুলালী ধরণের বোল ঝাড়িয়া অভিমানিনীদের মানভঙ্গ করিতেছে। অদূরে ময়ূর ময়ূরী পুলকে নৃত্য করিতেছে। চক্রবাকীরা সমস্ত দিন পরম পুলকে চক্রবাক সহ ক্রীড়া করিয়া এক্ষণে ব্যাকুলতা সহকারে খেদব্যঞ্জক স্বর ছাড়িতে আরম্ভ করিল! কিয়ৎক্ষণ পরেই দীর্ঘ বিরহের কাল উপস্থিত হইবে। সারস সারসীরা একত্রে আনন্দে নিজ নিজ কুলায়োদ্দেশে উড্ডীয়মান হইল। কুলায়ে পৌঁছিয়া এক-বার প্রণয়সূচক ডাক ডাকিল;—বোধ হইল যেন চক্রবাকীর দুঃখ দেখিয়া হাসিল। মল্লিকা, মালতী, বেল, জুই, সেঁউতি ইত্যাদি পুষ্প চারি দিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। কি অপরূপ মাধুরী, সকলেই পুলকে পূর্ণ—এমন সময়ে অসুখী কে? পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন এমন সময় অসুখী কে? যদি

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলিব বিরহিণী আর কমলিনী,—উভয়েই সমদুঃখিতা। পাঠক অনেকক্ষণ আসা হয়েছে, একবার চলুন দেখে আসা যাউক, আমরা যাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলাম, তাহারা কোথায় গেল। যমুনা-পুলিন-স্থিত একটি মনোহর উপবনে তাহারা প্রবেশ করিল; ঐ উপবনটি যেন স্বর্গীয় নন্দনকাননের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। উপবনপার্শ্বস্থ নদীতট মর্ম্মরপ্রস্তরে গ্রথিত। উদ্যানটি চতুর্দ্দিকে পালিশ করা ইস্পাতের রেলে পরিবেষ্টিত। দ্বারের সম্মুখে ম্যাগ্‌নেসিয়াম গ্রেণ্ডি-ফ্লোরা (Magnesium grandi flora) নামক পুষ্পবৃক্ষের কুসুমগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত। রেলের পার্শ্বেই ডেট (Date) বৃক্ষের সারি। উদ্যানমার্গের উভয় পার্শ্বেই অরেকেরিয়া (Oracaria)। মধ্যে মধ্যে নবকিসলয়সমন্বিত বকুল বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তন্নিম্ন শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তরে বাঁধান। কোন কোন স্থানে কামিনীকুঞ্জ—কোথাও বা মালতী ও মাধবীলতা তরুবরকে দৃঢ়পাশে বদ্ধ করিয়া অখণ্ড প্রেমের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ দিতেছে;—তন্নিম্ন-দেশে সুরম্য ও সুদৃশ্য প্রস্তরের দ্বারা উপবেশনস্থান রচনা করা হইয়াছে;—যখন মলয়-হিল্লোল বৃক্ষ কাঁপাইয়া—লতা কাঁপাইয়া—পত্র কাঁপাইয়া—পুষ্প কাঁপাইয়া—মালতী ও মাধবী উদ্দেশে গমন করে, যখন স্বচ্ছ সরোবরের মৃদু মৃদু ঊর্ম্মি উত্থিত করিয়া মালতী ও মাধবীর অঙ্গস্পর্শনে লোলুপ হইয়া তদুদ্দেশে গমন করে—সেই সময়েই উক্ত স্থানে প্রেমিকেরা উপবেশন করিয়া দেহ ও মন শীতল করেন।—এই প্রকার স্থানে স্থানে সুদৃশ্য তরুগুচ্ছ উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে।—আর উদ্যানস্থ প্রত্যেক পথের বিশেষ বিশেষ স্থানে নানাবর্ণের প্রস্তরনির্ম্মিত এক একটি প্রতিমূর্ত্তিও শোভা সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিতেছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি স্বচ্ছ সরোবর,—তাহার সোপানগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। পুষ্করিণীটি বাদামী আকারের;—আমাদের দেশী সবুজ দূর্ব্বাদলের পরিবর্ত্তে দূর দেশ হইতে

আনীত অর্ণেমেণ্টেল গ্র্যাসে (Ornamental grass) সুশোভিত। সরোবরের অনতিদূরেই একটি ত্রিতল সুরম্য অট্টালিকা, উহার বহির্দ্দেশ হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত। সম্মুখে গাড়ীর বারাণ্ডা। গাড়ীবারাণ্ডার নিম্নে পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীদের সহিত একখানি গাড়ী আসিয়া লাগিল। পাঠক! এই অশ্বারোহীদের সহিত যে গাড়ীখানি আসিল, আপনি কি তদুপরিস্থ ব্যক্তিগণকে কোথাও দেখিয়াছেন? যদি মনে না থাকে, যদি চিনিতে না পারেন, ভাল করিয়া দেখুন—সমুচিত মনোযোগপূর্ব্বক চক্ষু নির্দ্দেশ করিয়া দেখুন, চিনিতে পারিবেন, যাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলাম, তাহারাই এই অশ্বারোহীদিগের সহিত এই গাড়ীবারাণ্ডার নিম্নে উপস্থিত। অশ্বের দ্রুতবেগবশতঃ দেখিতে পান নাই যে, একটি ষোড়শী রূপসী কোন যুবকের সহিত এই যানারোহণে আসিতেছেন; আহা শকটস্থা ঐ যুবতীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্যের ছটা। এইরূপ রূপরাশি দেখিলে প্রশান্তচেতা মুনিগণেরও ধৈর্য্য লোপ হয়। পাঠক এরূপ সুন্দরীর আলুলায়িত কেশপাশ কখন কি স্বহস্তে বন্ধন করিয়া দিয়াছেন? যদ্যপি তাহা আপনার অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে, তবে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, সেইরূপ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলগুচ্ছ নিতম্বপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া পৃষ্ঠ ভাগ সুশোভিত করিতেছে; নিতম্ব পীবর, ও কুচযুগল গিরিশৃঙ্গের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন তদ্বক্ষে স্থান লইয়াছে;—ভ্রূ ধনুকের ন্যায় ঈষদ্বক্র। উরুদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট, ওষ্ঠাধর পক্ব বিম্বের ন্যায় টুকটুকে; পয়োধরঃ নিতম্ব, পাণিতল, অঙ্গুষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পদনখ প্রভৃতি ছয় অঙ্গ উন্নত—তবে বেধড়ক গোছের নয়। কথা কহিলে সকলের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ হয়। ঐ যুবতীটি স্বভাবতই মধুরভাষিণী। যত্ন করিয়া যে তিনি মধুরভাষিণী হইয়াছিলেন তাহা নহে;—তিনি কথা কহিলে কোকিল ডাকিতেছে বলিয়া বোধ হয় অথবা কোকিল ডাকিলে তিনি কথা কহিতেছেন বলিয়া ভ্রম হয় এমন নয়।

পূর্ব্বোক্তা যুবতীর পদতল, পাণিতল ও বদনকমল দুগ্ধ-মিলিত অলক্তের ন্যায় রক্তাভ ;—বোধ হয়, সেই শোভিন বর্ণের নিকট পরাজয় মানিয়াই গোলাব নিজ দেহ লজ্জাচ্ছলে কণ্টকাবৃত করিয়াছে। এরূপ সুন্দরীর হস্ত পদ যেরূপ সম্ভব, পাঠক মহাশয় অনুমান করিয়া লইবেন ; পাছে আপনাদের নিকট অত্যুক্তি হয়ে পড়ে সেই ভয়ে আমরা তাঁহার বর্ণনা বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

যুবা প্রথমে গাড়ী হইতে নামিয়া যুবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "সুন্দরি ! এসো কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা যা'ক, অধিক দূর হইতে ক্রমাগত রৌদ্রে আসা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না করিলে অসুখ হইবে।......... আহা ! রৌদ্র লেগে তোমার কোমলমুখখানি শুকিয়ে গেছে"। যুবতী ঘৃণা ও তাচ্ছীল্যের সহিত একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সে দৃষ্টি কর্কশ ও নীরস বোধ হইল ;—কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন,—দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিলেন, অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইল,—তৃতীয়বার মৃদু ও ভর্ৎসনামাখা স্বরে বলিলেন "উঃ পামর" !—"ভয়ানক" ——'আমার মাথা ঘুরিতেছে'———। যুবক আগ্রহ সহকারে যুবতীকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন ; যথাস্থানে উপবেশন করাইয়া মুখে গোলাপ জল সিঞ্চন করিলেন, (বোধ হইল যেন শুষ্ক পদ্মে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিবারি সংস্থিত হইল) ! কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী কিঞ্চিৎ সুস্থা হইলেন, অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিলেন "অপবিত্র ! পাষাণ !!————ওঃ কি নিষ্ঠুর !!!

দ্বিতীয় কল্প।

Sweet angel! when thou speakest thou showerest nector all around.
Lilied damsel! when thou singest thou bedewest the surrounding
nature with ambrosia.—*au.*

"পরিচয়;"—"পূর্ব্ব-পরিচিতা"।

যোধপুরের সন্নিকট কোন এক পল্লীগ্রামে হরিহর-নামক এক ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তাঁহার পিতা কোন প্রকার চাকরীর দ্বারা মধ্যম রূপ সংগতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে জমীদারী ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কার্য্যশিক্ষা করাইয়াছিলেন। হরিহর প্রথমে কোন এক উচ্চ রাজপুতপরিবারে বিষয়-সংক্রান্ত কার্য্যে দেওয়ান স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন—তথায় বিশেষরূপ প্রতিপত্তিলাভ করিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে দৈব বিড়ম্বনাবশতঃ উক্ত রাজপুত কুলধারীর বিষয় লোপ হইয়া আসিল,—সুতরাং হরিহরকে কার্য্যত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও প্রবলা ছিল এবং তিনি দক্ষতা সহকারে সুচারুরূপে বৈষয়িক ব্যাপার চালাইতে সক্ষম, ইহা যোধপুরের অনেকানেক ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তিই জানিতেন; * * * * * * * * সেই সময়ে যোধপুরের রাণা মহাত্মা যশবন্ত সিংহের অধীনস্থ একটি কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়; অতএব বিষয়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ঘটায় তিনি হরিহরকে সেই স্থানে আদরের সহিত নিযুক্ত করিলেন। হরিহর নূতন পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রমসহকারে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; ইহাতে নিয়োগ-কর্ত্তা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চতর পদ প্রদান করিলেন। এই

প্রকারে তিনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ রাণার অনুগ্রহে পদবৃদ্ধি সহকারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন, এবং কিছুদিন পরেই ধনাঢ্য-ও মান্যমান বলিয়া পরিচিত হইলেন।

হরিহরের তিন পুত্র এবং অতুলরূপ-লাবণ্য-সম্পন্না দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মোহনলাল,—বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর; মধ্যম পুত্রের নাম হরলাল,—বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। এবং কন্যাদ্বয়ের বয়ঃক্রম যথাক্রমে ষোড়শ ও চতুর্দ্দশ বৎসর; জ্যেষ্ঠার নাম "পারিজাত" ও কনিষ্ঠার নাম নিরুপমা। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম সার্দ্ধ ষোড়শ মাত্র—এখনও কচি ভাব উত্তীর্ণ হয় নাই।

যোধপুরস্থ অনেকানেক ভদ্রলোকের সহিত হরিহরের আলাপ হইয়া ছিল,—তন্মধ্যে শিবরাম নামক একজন মধ্যবিধ ক্ষত্রিয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ও আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। হরিহরের বাটীতে শিবরাম নিমন্ত্রিত হইলে সপরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন এবং হরিহরও উক্ত শিবরামের বাটীতে নিমন্ত্রণোপলক্ষে সপরিবারে আসিতেন। শিবরামের দুই কন্যা ছিল;—একের নাম তরঙ্গিণী ও অন্যের নাম বিনোদিনী। তিন বৎসর হইল, জ্যেষ্ঠা সুবিস্তৃত যৌবনরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন এবং কনিষ্ঠাও তৎসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। এখনও বিবাহ হয় নাই তৎকালে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতই হউক, তাঁহাদের এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। "পারিজাত"ও নিরুপমার সহিত এই ভগ্নীদ্বয়ের বিশেষরূপ আন্তরিকতা জন্মিয়াছিল।

পাঠক! ঐ যে অতুল-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না পূর্ণযৌবনা ললনা দেখিতেছেন ইঁহার নাম নিরুপমা। কেবল নামে নয়, নিরুপমা, রূপেও

নিরুপমা। নিরুপমার কেশাগ্র হইতে পদনখাস্ত পর্য্যন্ত এরূপ স্থান দৃষ্ট হয় না, যাহা দর্শন মাত্র প্রশংসা করিতে ব্যগ্র না হইতে হয়। বাহ্ সৌন্দর্য্যের ন্যায় চিত্তটিও সুনির্ম্মল, এবং সরলতা ও গাম্ভীর্য্য সততই মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে। পাঠক! আমাদের নিরুপমার দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে একটি বিগতযৌবনা প্রশান্তবদনা ললনা আসীনা রহিয়াছেন, ইনিই নিরুপমার জননী, নাম প্রেমময়ী; নিরুপমার পিতা প্রেমময়ীকে কেবল বাহ্ সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত বিবাহ করেন নাই, তাঁহার আন্তরিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।.......... ...... প্রেমময়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন,—ইনিই আমাদের আখ্যায়িকার নায়িকা, ইঁহারই নাম "পারিজাত।"

যখন পারিজাতের পিতার সমৃদ্ধি-সূর্য্য উজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই সময়ে শুভক্ষণে পারিজাত যোধপুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পারিজাত পিতার বিশেষ আদরের বস্তু হইয়াছিলেন। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর, করিয়া তিনি শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, এই রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর,—পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে অতি রমণীয় পঞ্চদশও কাটিয়া গেল,—এক্ষণে পারিজাত ষোড়শের প্রথম সীমা অতিক্রম করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়! আমার যদি ভারতচন্দ্রের ন্যায় রূপবর্ণনা করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর সহিত পারিজাতের মুখের তুলনা করিতে লজ্জা হইত,—বলিতাম "পারিজাতের পদনখে কতগুলা চন্দ্র পতিত রহিয়াছে।" পারিজাত যে, ভারতের মধ্যে—পৃথিবীর মধ্যে অত্যুৎকৃষ্টা রূপবতী ছিলেন, তাঁহা আমরা বলিতে সাহস করি না,—কিন্তু সে প্রকার রূপ দুর্লভ, তাহা আমরা সংকোচশূন্য হইয়া বলিতে পারি;

তবে অন্বেষণ করিলে যে সেরূপ রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা বলিলে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয়,—এমন কি কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ইচ্ছুক হইলে কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহার পার্শ্বেই চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন।

পারিজাতের নিবিড় কুন্তলাবলি পৃষ্ঠদেশ সুশোভিত করিয়া গুল্‌ফ স্পর্শ করিতেছে; দেখিলে বোধ হয়, মকরন্দলোভে অলিপংক্তি পদ্মে বসিয়া উড়িতে সক্ষম হয় নাই; মোহিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে বসিয়া রহিয়াছে। মুখখানি তরুণারুণের ন্যায় হেমবর্ণ রঞ্জিত—ঈষদ্বিকশিত কমলের ন্যায়,—দেখিলেই বোধ হয় হাসিমাখা,—মৃদু মধুর হাসিমাখা। চক্ষু দুটি বড় বড়, ভ্রূযুগল টানা—আকর্ণ টানা,—বোধ হয় যেন তুলি ধরিয়া টানা। কর্ণ ও নাসিকার বিষয় অধিক বলা বাহুল্য মাত্র; এই বলিলেই যথেষ্ট হইল যে, কর্ণ ও নাসিকা পারিজাতের মুখের গৌরববর্দ্ধন করিতেছে। বক্ষঃ উচ্চ;—মুদিতমুখ কমলের ন্যায় কুচযুগল তদুপরি থাকিয়া কি অপরূপই শোভা সম্পাদন করিতেছে। হস্তপদের গঠন বিষয়ে বিধাতা বিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুগোল সুঠাম অঙ্গুলিগুলি চম্পককলি-সদৃশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—যেমন সুঠাম, সেইরূপ কোমল, তবে নবনীতের ন্যায় কোমল নহে,—কিন্তু মৃণালের ন্যায় কোমল। কোটিদেশ ক্ষীণ,—পরিমিতরূপে ক্ষীণ, নিতম্বদ্বয় গুরু ও অতি রমণীয়; সংক্ষেপে বলিলে বলা যায় যে, কোন স্থানে কোন দোষ লক্ষিত হয় না।

পারিজাত তাঁহার মাতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সকলের একত্রে নানা-বিষয়িণী কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ-পরিধানা দুইটি পূর্ণবয়স্কা সুন্দরী যুবতী তথায় উপস্থিত হইলেন; (ইঁহাদিগকে আমরা এস্থলে "যুবতী" বলিয়াই বর্ণনা করিব, কারণ এখনও আমরা

ইঁহাদিগের বিশেষ পরিচয় লইতে কৌতূহলী হই নাই—ক্রমে পাঠক মহাশয়ের নিকট ইঁহারা পরিচিতা হইবেন ;) উভয়েরই গাত্রে নীলবর্ণের ওড়না শোভা পাইতেছিল,—সেই ওড়নার উপরে জরির কারু-কার্য্য ছিল,—দেখিলে বোধ হয় নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রাবলি সতেজে দীপ্তি পাইতেছে, আর মাঝে মাঝে বিজলি ছটা ক্রীড়া করিতেছে। উভয়েরই ওষ্ঠ দেখিলে বোধ হয় যেন, তাম্বুলের অতি রমণীয়া রেখা সুবর্ণোপরি চূণিখণ্ড শ্রেণীবৎ বিরাজ করিতেছে,—কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, তাম্বুলরেখা উক্ত ভগ্নীদ্বয়ের ওষ্ঠাধরের লৌহিত্য বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ স্বভাবতই উহাদের বর্ণ পক্ক বিম্বকে বনমধ্যে—গুল্মমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাইয়াছে। ইঁহারা দুই জনেই ঐ স্থানস্থ কোন এক ভদ্র লোকের কন্যা। বাটীতে প্রবেশ মাত্র পারিজাত তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক যথাযথরূপে প্রত্যেককে উপবেশনস্থান নির্দ্দেশ করিলেন এবং নিজেও আসন গ্রহণ করিলেন,—পারিজাতের মুখমণ্ডলে হাস্য লক্ষিত হইল। মৃদু মধুর হাস্য লক্ষিত হইল, পারিজাত কেন হাসিলেন ? তিনি কি এই যুবতীদ্বয়কে এরূপ বয়সে প্রেমিকবিরহিতা দেখিয়া হাসিলেন—তিনি কি ক্ষণেক মাত্র নিজের অবস্থা চিন্তা করিয়া ধিক্কারের হাসি হাসিলেন !—অনেক দিবস পরে সুহৃদ্ মিলন হইলে—সখীমিলন হইলে যে আনন্দের হাসি সকলেই হাসেন, পারিজাত সেইরূপ হাসি হাসিলেন—কিন্তু পারিজাতের হাস্যে বিমর্ষ ভাব লক্ষিত হইল, নবাগতা ভগ্নীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা তাহা দেখিয়াছিলেন ; তিনি জ্যেষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দিদি অনেক দিন হইল, তোমাদের সহিত দেখা হয় নাই—আমাদিগকে একেবারেই ভুলে ছিলে না কি" (পারিজাতের মাতা এই সময়ে গৃহ-কর্ম্মচ্ছলে অন্যত্র গমন করিলেন), "তখন তখন তোমরা আমাদিগকে এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে অস্থির হ'য়ে পড়্‌তে, এখন এমন ছাড় ছাড় হয়েছ কেন ? যুবতী উত্তর করিলেন; "পারিজাত আর লজ্জা

দিও না,—একেবারেই সুযোগের পথে কাঁটা পড়েছে; আর আজ কা'ল মাও বড় বাটী হ'তে বাহিরে আসিতে দেন না, বলেন, "তোমাদের এখন বয়েস হয়েছে; এখন কি আর যখন তখন এ পাড়া ও পাড়া করা সম্ভব।"—"কিন্তু পারিজাত! তোমার সঙ্গে আমার স্বতন্ত্র সম্বন্ধ। তোমাকে না দেখে আমি থাক্‌তে পারি না, যখন আমাদের বাটীর উদ্যানে বিচরণ করি, যখন মল্লিকা ফুল তুলে মালা গাঁথি, তখন তোমাকে মনে পড়ে, যখন বকুল আর বেলের চিকণদারি আরম্ভ করি, তখন তোমাকে মনে পড়ে;—যখন বকুল গাছে কোকিল ডাকে, তখন তোমাকে মনে পড়ে। নিরুপমা, তুমি আর আমরা দুজনে একত্রে কত আমোদেই দিন কাটিয়েছি। আহা কত সুখেই আমরা হৃদয় খুলে গান গেয়েছি!............মনে হয়—পারিজাত! এক দিন মনে হয়, যখন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ কোকিলটা ডেকে উঠ্‌ল, আমরা বোল্লেম " কোকিলের গলা মিষ্ট কি পারিজাতের গলা মিষ্ট দেখা যা'ক—" 'তুমি আমাদের জেদ এড়াতে পার্‌লে না—তুমি বাগানে পাথরের বেদিকায় ব'সে গলা ছেড়ে গান ধর্‌লে, কোকিলটা লজ্জা পেয়ে গাছ হ'তে উড়ে গেল। আহা! সে আজ অধিক দিনের কথা নয়,—পারিজাত! সে আজ কেবল মাত্র দুই বৎসরের কথা।" পারিজাত ব্যথিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন, "দিদি সে সব কথা এখন মনে হ'লে হৃদয় কাঁদ্‌তে থাকে;—এখন আর আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না—এখন কেবল দুঃখ—মর্ম্মভেদী দুঃখ—(এই বলিতে বলিতে পারিজাতের চক্ষুকোণে অশ্রু দেখা দিল, এক বিন্দু—দুই বিন্দু—তিন বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, বোধ হইল, যেন গোলাবের পাপড়িতে শিশির সংলগ্ন হইল।)

যুবতী ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "পারিজাত! তোমাকে আজ কা'ল এমন মরম পীড়িতা দেখ্‌ছি কেন?—এর মধ্যে হৃদয়ে এত কি জ্বালা প্রবেশ

করিল; এ বয়সে খাবে-প'রবে—আমোদ আহ্লাদ করবে—নিশ্চিন্ত মনে থা'ক্‌বে! আজ তোমার কাছে যে আশা ক'রে এসেছিলেম—পারিজাত! যে আশা ক'রে এসেছিলেম"—যুবতীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কহিলেন, "পারিজাত! দিদি! আগে আগে যখন এখানে আস্‌তেম, তুমি কত হাসি খুসি কর্‌তে,—কত প্রকার ফুল তুলে আমাদিগকে স্নেহের উপহার দিতে,—ফুল তোলাই তোমার প্রধান আমোদ ছিল,—যতক্ষণ না শ্রান্ত হ'তে, ততক্ষণ নিরস্ত হ'তে না, আমাদিগকে সন্তুষ্ট না ক'রে সুখী হ'তে না,—কত প্রকার গান গেয়ে প্রাণ শীতল ক'র্‌তে,—আজ কি বিপরীত দেখ্‌ছি! সেই এক দিন আর এই এক দিন!! নিরুপমা কহিলেন, "চল দিদি আমরা সকলে উদ্যানে তোমার বসিবার ঘরে যাই"—পারিজাত সম্মতি দিলেন,—তিনি উঠিলেন—নিরুপমা উঠিলেন,—যুবতীদ্বয় পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন, বাটীর অনতিদূরেই একটি মনোহর উদ্যান ছিল; সেই উদ্যানমধ্যে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য বিরাজিত ছিল, পারিজাত অধিক সময় সেই স্থানে ক্ষেপণ করিতেন। উদ্যানমধ্যস্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা সকলে যথাযথ আসন পরিগ্রহ করিলেন। গৃহের অভ্যন্তর ভাগ বহুবিধ রমণীয় দ্রব্য দ্বারা সুশোভিত ছিল; তন্মধ্যে পিয়ানা নামক একটি বাদ্যযন্ত্র গৃহের মধ্যস্থলে থাকিয়া শোভার উৎকর্ষ সম্পাদন করিতেছিল। পিয়ানো! তোমার কি অপূর্ব্ব মোহনীয়া ক্ষমতা!! তোমার অন্তরে অসংখ্য মধুচক্র বিরচিত! যখন তুমি অপরিমেয় মধুমাখা সুর ছাড়, তখন জগৎ মোহিত হয়! যখন তুমি সময়োপযোগী মধুমাখা সপ্ত সুরের লহরী প্রকাশ কর, তখন জড় পদার্থকে জীবিত কর!! তোমার অন্তর যেমন কোমল—তোমার অভিলাষও সেইরূপ কোমল এবং সরস! যখন কোমলাঙ্গীরা তোমার অন্তর পরীক্ষা করিয়া কেবল মাত্র কোমলতা দেখেন, তখন কোমলে কোমলে মিশ্রিত হয়—যখন তুমি কোমলস্বরা-দিগকে নিজের কোমল স্বর দিয়া

সাহায্য কর, তখন কোমলে কোমলে মিশ্রিত হয়—তখন চারি দিক্ মধুমাখা হয় !!! * * * * * * *

গৃহপ্রবিষ্ট যুবতীচতুষ্টয়েরই পিয়ানা যন্ত্রের সহিত সৌহার্দ্দ ছিল। কিন্তু পারিজাতের পক্ষে পিয়ানা নির্জ্জনের সঙ্গিনী বলা যাইতে পারে। যখন তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইত, তখন তিনি পিয়ানার নিকট ভার ঘুচাইতেন; যখন তাঁহার হৃদয় জ্বলিত, তখন তিনি পিয়ানার নিকট জ্বালা যুড়াইতে যাইতেন।—নবাগতা যুবতীশ্রেষ্ঠা পারিজাতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগিনি, অনেক দিবস হইল তোমার কোমলহস্তবহির্গত বাদ্য শুনি নাই, তুমি কি আমাদের প্রার্থনা রাখ্‌বে? তুমি কোমলে কোমল মিশাইয়া আমাদিগকে সন্তোষ প্রদান কোর্‌বে?" সকলেই জেদ করিলেন। পারিজাত কহিলেন, "ভগিনি এখন আমোদ আহ্লাদ আমাকে বিষবৎ লাগে! পিয়ানায় হস্ত দিলে যেন অগ্নি স্পর্শ ব'লে বোধ হয়; যে সকল গানগুলি তখন যত্ন করে শিখেছিলেম, তাহা এখন মন হ'তে দূর ক'র্‌তে যত্ন কচ্চি।" যুবতীপ্রধানা উত্তর করিলেন, "ছি 'পারিজাত!' তুমি এমন বয়সে এমন হ'লে কেন?' তুমি কি কা'রো কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হ'য়েছ? ছি! তুমি ভাবনাকে মনে স্থান দিও না, কেন বৃথা কষ্ট পাও, কেন হৃদয়কে দগ্ধ কর !! পারিজাত কাঁদিলেন, নীরবে কাঁদিলেন; মৃদুস্বরে উত্তরিলেন, "আগুন জ্বলিয়া উঠিলেই নিশ্চিন্ত," পারিজাত কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন। কিন্তু সে লজ্জার চিহ্ন ক্ষণেকের মধ্যেই মুখমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি পিয়ানায় হস্তারোপণ করিলেন,—একটি বাজাইলেন, দুইটি বাজাইলেন, তিনটি পর্য্যন্ত সুর বাজাইলেন; গৃহমধ্যস্থ সকলেরই মন হৃত হইল—সকলেই গলিয়া গেলেন; পারিজাত অবশেষে সকলের জেদ্ রক্ষা করিলেন—কোকিলকণ্ঠগঞ্জিত স্বরে গান ধরিলেন :—

কেন আজি উচাটন মন হলো সই।
হৃদি মম জর জর, মরমে মরিরে,—
প্রাণ কাঁদে নিরন্তর দুঃখ কত সই ;
দারুণ ব্যথা বিঁধিছে অন্তর, মরম খসিছে হতেছি অধীর,
উহু মরি মরি সখি গুমুরে রে,
মনের যাতনা সই কারে বা কই।

এই সময়ে যুবতীদ্বয়ের মুখ কিছু বিমর্ষভাব ধারণ করিল,—বলিলেন "ভগিনি! তুমি এক সময়ে গরল ও অমৃত মিশ্রিত করিয়া আমাদের অন্তরে সিঞ্চন করিলে।" নিরুপমা বিষণ্ণ হইলেন। পারিজাত ব্যথিত স্বরে গান সমাপন করিলেন :——

ফুলে যবে গুঞ্জে অলি কোকিলে ধরে তান
ভাঙ্গে পাপিয়া কামিনী কুলের মান
তখনি বিঁধে দারুণ বাণ,
ছিঁড়ে হৃদয় গ্রন্থি ম্রিয়মাণা হয়ে রই ॥

—নিস্তব্ধ—চারিদিক্ নিস্তব্ধ—কোকিলগণ ও ভ্রমরেরাও নিস্তব্ধ ; বোধ হইল যেন, সকলেই একাগ্রে গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছে ; কেবল মাত্র দক্ষিণানীল নিজের স্বভাবসিদ্ধ অস্থিরতার পরিচয় দিবার জন্যই যেন সুন্দরীচতুষ্টয়ের কুন্তল কাঁপাইতে ছিল—পরিচ্ছদ কাঁপাইতে ছিল।

পাঠক মহাশয়! যদি সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন, আপনি কি নিস্তব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন ?—আপনার কি সজোরে নিশ্বাস ছাড়িতে সাহস হইত ?——আপনি সে স্বর শুনিয়া মোহিত হন বা না হন, সে বিষয় আপনার নিকটই বিচার্য্য। কিন্তু আমি ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, এভূমণ্ডলে এরূপ লোক নাই যে, এ স্বর শুনিয়া মুগ্ধ না হন, এমন কি পাষাণ মাত্র যাহাদের চিত্তের আধার, তাহারও পারিজাতের

স্বর শুনিয়া দ্রবীভূত হয়। অধিকন্তু পারিজাতের ন্যায় সুন্দরী সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় না। নিরুপমার সহিত পারিজাতের বেশভূষা, স্বভাব ও কার্য্যের অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু উভয় সহোদরার সৎস্বভাব দৃষ্টান্তস্বরূপ।

"পারিজাত! তোমার হৃদয়ে এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তুমি এমন কাঁচা বয়সে তরঙ্গ তুফানে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছ!! ——ভগিনি তুমি এত উতলা হ'য়ো না, দুর্ভাবনাকে হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত কর, নিরন্তর এরূপ হইলে কত দিন জীবন ধারণ করিতে পারিবে।।"

পারিজাত। "জীবন ধারণে সুখ কি!!"

এই বলিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, নিরুপমা তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন; বোধ হইল যেন, তাঁহারা উভয়ে যুবতীদ্বয়ের অনুমতি লইয়া কোন বিষয়ের উদ্যোগ করিবার কারণ গৃহান্তরে গমন করিলেন।

কিঞ্চিদ্দূরে লক্ষিত হইল, দুইজন যুবা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন; দুই জনেই ঈষদীষৎ হাস্যের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। একজন একটি গোলাপফুল তুলিলেন, কিন্তু একটি দুইটি করিয়া সকল পাপড়ি গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন,—অন্যমনস্ক ছিলেন এরূপ পরিচয় দিলেন। ক্রমে যুবতীদ্বয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইল, যুবতীদ্বয় বহির্দ্দিকে একবার চাহিলেন—কি অপরূপ দেখিলেন!——দেখিলেন দুইজন পরম সুন্দর যুবক সম্মুখে উপস্থিত;—চক্ষুতে চক্ষু মিশিল, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মিশিল;—ক্ষণেক কালের নিমিত্ত মিশিল—যুবতীদ্বয়ের দৃষ্টি ভূমির উপরে প্রসারিত হইল, চক্ষুর জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর হইল, আবার তৎক্ষণেই ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হইল, গণ্ডদেশ রক্তিম হইল, আবার মালিন্য প্রকাশ করিল,—চিন্তা আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিল! যাঁহারা অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে

আনন্দ হৃদয়ে কথা কহিতেছিলেন—তাঁহাদের এখন গভীর চিন্তা!—কিসের চিন্তা! যুবতি তোমাদেরও কি পারিজাতের রোগ ধরিল!! যুবক তোমরা এমন সময়ে এস্থানে কি করিতে আসিয়াছ? মোহনলাল! তোমার এমন সময়ে এস্থানে কি কাজ? হরলাল তুমি কি সুযোগ বুঝিয়া এসময়ে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ? তোমাদের ভাব স্বতন্ত্র, তোমারাই বুঝিতে পার;—মনে করিলে এত দিনের পর "বন্দী" হইলাম—কিন্তু ভাবিয়া দেখ তোমাদেরও নিকট দুইটি সরলা অবলা "বন্দিনী"।

যুবতীদ্বয় পারিজাত ও নিরুপমার নিকট বিদায় লইতে উৎসুকা হইলেন, কিন্তু পদ উঠিল না—চক্ষু ফিরিতে চাহিল না—ভাবিলেন এখানে আসিয়া এই লভ্য হইল, হৃদয় হারাইতে বসিয়াছি;—অবশেষে লজ্জা আসিয়া উপদেশ দিল "আর না মনের অস্তিত্ব হারাইবে।" যুবতীদ্বয় বিদায় গ্রহণ করিলেন, পারিজাত সম্মতি দিলেন, "বলিলেন আর এক দিন মনে করিয়া আসিও, না আসিলে বড় দুঃখিত হইব।"

যুবতীদ্বয় মনে মনে বলিলেন "যতশীঘ্র সম্ভব।"

তৃতীয় কল্প।

I love thee,—sweet creature dost thou love me ?—
If so, things fare on how happily !—*au.*

"মোহিনী"—"গণেশ।"

পাঠক! আমরা পূর্ব্বে একটি কথা বলিবার অবসর পাই নাই, এক্ষণে সুযোগ বিবেচনা করিয়া তাহা আপনাদেব সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি; আমাদের আখ্যায়িকায় পূর্ব্ব কথিত হরিহরের বাটীতে মোহিনী নাম্নী একটি "হব্বিভব্বি" স্ত্রীলোক বাস করিতেন, বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বা ততোধিক। ইঁহাকে আমরা যুবতী বলিয়া বর্ণনা করিব বা বৃদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিব? স্বরূপ বলিতে হইলে আমরা বলিব ইনি যুবতীও নহেন বৃদ্ধাও নহেন কিন্তু যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যস্থিতা। মোহিনী যৌবনে যে একজন সুন্দরী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন, তাহা এক্ষণে তাঁহার রূপই সাক্ষ্য দিতেছে,—হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়; মোহিনী সুচতুরা, রসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সৎস্বভাবা, তাহার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই হাসি বিরাজ করিতেছে। নব পরিচিত বা অপরিচিতেরা তাঁহার হাসি হাসি মুখখানি দেখে তাঁহার হাসির মানরক্ষা করিবার জন্য হেসে পরে অপ্রতিভ হয়েছেন।

মোহিনী কুলীনব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন; সুতরাং অধিক বয়সে বিবাহ হইলেও তাহার স্বামীর সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাঁহার স্বামীর সর্ব্বসমেত একাদশটি পরিণীতা স্ত্রী ছিল। মোহিনীর স্বামীর

নিকট বিবাহিতা-স্ত্রী-বিষয়ক একখানি খাতা ছিল। সেই খাতা দেখিয়া তিনি শ্বশুরালয় নির্দ্দেশ করিতেন, এবং যে স্ত্রী ভাল করিয়া দক্ষিণা দিতে পারিত, তাহারই নিকট কিছু দিন কাটাইয়া আসিতেন।

মোহিনীর বয়ঃক্রম যখন চতুর্বিংশতি বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা মাতা লোকান্তরিত হন;—সুতরাং তাঁহাদের যাহা কিছু সংগতি ছিল, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিল! অতিশয় কষ্ট দেখিয়া হরিহর দয়ার্দ্র-চিত্তে মোহিনীর নিমিত্ত মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিলেন; এবং মোহিনীও সর্ব্বদা হরিহরের বাটীতে যাতায়াতের নিমিত্ত সকলের সহিত ঘনিষ্ঠা হইয়া উঠিলেন। পারিজাতকে তিনি স্বর্ণচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রেমময়ীও মোহিনীকে অধিক ভাল বাসিতেন।

মোহিনীর বাসোপযোগী একখানি গৃহ হরিহরের বাটীর অনতিদূরেই ছিল।

* * * * * * * * *

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ—চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ, ক্ষণে ক্ষণে মেঘাড়ম্বর হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে—যেন সৌদামিনী, সৌদামিনী বেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রূপের ছটা দেখাইবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে ব্যগ্র হইতেছেন এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জাপরবশ হইয়া মুখ ঢাকিতেছেন। ঝর ঝর শব্দে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল, মোহিনী গৃহ-মধ্যে শয়িতা;—মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে;—হঠাৎ দ্বারে আঘাত হইল—দ্বিতীয় বার—তৃতীয় বার আঘাত হইল, মোহিনী চমকিয়া উঠিলেন; জীবনের মধ্যে কখনত তাঁহার এরূপ ঘটে নাই!! মোহিনী অত্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন—ক্ষণেক ভাবিলেন—বিছানা হইতে উঠিতে সাহস করিলেন না—তিনি আকাশ মর্ত্য, পাতাল ভাবিলেন;—মনে করিলেন যেরূপ অন্ধকার

হইয়াছে, তাহাতে সম্মুখে মনুষ্য থাকিলে অন্ধকার মধ্যে মিশাইয়া যায়—অথবা কেহ না থাকিলে অন্ধকারমধ্যে মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়;—সম্মুখে কি চোর উপস্থিত! মোহিনী [illegible]ন কি রত্ন আছে যে, তেমন দুর্যোগে কুটীরদ্বারে চোর উপস্থিত হইবে!—আবার ভাবিলেন, যদি কোন গ্রামস্থ লোক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আশ্রয়ান্বেষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে উত্তর না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম হইবে;—সাত পাঁচ ভাবিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন—দ্বার খুলিলেন, বহিস্থ ঝড় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিল, মোহিনী ভীতা হইলেন—তৎক্ষণেই চকমকি দ্বারা অগ্নি করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন—সম্মুখে দেখিলেন পুরোহিত ঠাকুর—গণেশ!!——"ঠাকুর তুমি তা এতক্ষণ বল নাই—ভয়ে আমার বুক কাঁপ্‌ছে।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন না, আপাদ মস্তক বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে,—পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় সম্পূর্ণরূপ ভিজিয়াছে,—ব্রাহ্মণের কলেবর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; শুষ্ক বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন—বলিলেন "মো—মো—মোহিনী আজ আমার ফাঁড়া—মোহিনী আমি কথা কহিতে পারিতেছি না—কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া "দেখ দেখি আমার উত্তরীয়ের কোণে নস্যাধার বাঁধা ছিল;" দেখিতে দেখিতে ঝড় বৃষ্টি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল, ক্রমশঃ চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইল, গণেশ ঠাকুর উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

মোহিনী। "ঠাকুর! তুমি এমন অসময়ে কোথা হতে এখানে উপস্থিত?"

গণেশ। "দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? হরিহর আমার অনেক কালের যজমান;—জান ত ব্রাহ্মণ জাতের ব্যাপার, যান ছাড়্‌তে পারি তথাপি যজমান ছাড়্‌তে পারি না।"

মো। "গণেশ! (শ্রী বিষ্ণু) রসিকমোহন! তুমি ভুলে আজ এ রাস্তায় এসে পড়েছ, তুমি আমাকে আর মনে করো না—তোমার এ বয়সে বাড়ীর দিকে এত"—মোহিনীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন "কি ব'ল্লে মোহিনি! আমার এত বয়েস! যদি ওষ্ঠ-শোভার মূলে আঘাত না পড়ত—তা হ'লে দেখাতেম এখনও অর্দ্ধেকের অধিক শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নি, তা হ'লে দেখাতেম আমার বয়েস কত, তুমি আমাকে বল এত বয়েস! মোহিনি তোমার মুখ হ'তে এ রূপ"———

মো। "আঃ রসরাজ! দিন দিন কি ছোকরা হচ্ছ"—মোহিনী গণেশের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গেলেন,—ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ বড় মজা হয়েছে"—

গ। "কি, কি, কি !!!"

মো। "আমাদের পারিজাত এবার আগরা ঘুরে এসে বড় বিগ্‌ড়ে গেছে, কারও সঙ্গে মন খুলে কথাবার্ত্তা কয় না, ভাল ক'রে খায় না—সর্ব্বদাই অসুখ অসুখ দেখায়।"

গ। "নজর দোষ হয় নি ত?"

মো।"———দেখ দেখি ভালবাসা———"

গ। "ভালবাসা ত আমাদের—বিবেচনা কর দেখি ভালবাসার কত দৌড়"—

মো। "তুমি কি আমাকে ভাল বাস?"

গ। "তুমি আমাকে এখনও পরীক্ষা কোর্‌চ! দেখ স্ত্রীলোকের মন ত নয়, সন্দেহের সাগর।"

মো। "আচ্ছা তুমি আমার কথা রাখ্‌বে?"

গ। "এখনও সন্দেহ!! তোমার কথা রাখ্‌বো না?"

মো। "রাখ্‌বে?"

গ। "রাখ্‌বো।"

মো। "এখনি?"

গ। "এখনি।"

মো। "যা ব'ল্‌ব তাই ক'র্‌বে?"

গ। "রাধামাধব! ও কথাও জিজ্ঞাস্য!—তুমি আমাকে সোণা কষা কর্‌চ যে।"

মো। "দেখ আজ বৈকালে হরিহরের বাটী হ'তে আস্‌বার সময় আমার কাপড়ের অঞ্চল হ'তে একটি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাস্তার উপর তালতলায় পড়ে গেছে। আমি কত খুঁজ্‌লেম, পেলেম না;—তুমি যদি চাঁদের আলোতে খুঁজে এনে দিতে পার, তা হ'লে বড় সুখী হই——"

গণেশের গাত্রলোম সজারু-কণ্টকবৎ দণ্ডায়মান হইল—ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—ঘোর সমস্যা উপস্থিত, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

মো। "রসিকবর ভাব্‌ছ কি?"

গ। "অ্যাঁ—অ্যাঁ—না—না—বলি কাল প্রাতে হ'লে হবে না?—দেখ এ বিষয়ে আমাকে আজ রাতটা ক্ষমা ক'র্‌তে হবে; তালগাছের নাম ক'র্‌লে আমার গায়ে জ্বর আসে,—এমন কি কৃষ্ণপক্ষ পড়া অবধি আমি তালপত্রের খুঙ্গি পুঁতি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি।"

মোহিনী অন্তরে হাসিলেন, কিন্তু বাহিকে অভিমানিনী হইলেন—বলিলেন, "এই তোমার ভালবাসা!—এই তোমার প্রতিজ্ঞা!!"

গ। "মোহিনি তুমি রাগ কর্‌লে?"

মোহিনী কিয়ৎকালের নিমিত্ত কথা কহিলেন না। কিন্তু ইত্যবসরে গণেশের মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, "—আমি যদি সঙ্গে যাই?"

গণেশের শীতল শরীরে রক্তস্রোত সবেগে চলাচল হইল—তিনি সাহস সহকারে উত্তর করিলেন, "তুমি যদি সঙ্গে যাও মোহিনি! তুমি যদি সঙ্গে যাও, তা হ'লে বাঘের মুখে যেতে পারি।"

মো। "তবে চল।"

অদ্য অষ্টমী—গভীরা রজনী;—ষোড়শ দণ্ড উত্তীর্ণ হওয়াতে চন্দ্রদেব কুমুদিনীর দর্শনলালসায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; উদয়গিরির পার্শ্ব হইতে মোহন বেশে সজ্জিত হইলেন, একবার উঁকি মারিলেন,—বোধ হইল সৌদামিনীর নিকট মুখ বাহির করিবার ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছেন—কিন্তু সৌদামিনী স্বভাবতই চঞ্চলা—মনুষ্যদিগকে একবার মাত্র রূপের ছটা দেখাইয়াই লজ্জাবশতঃ মুখ ঢাকিয়া ফেলেন। তিনি চন্দ্রদেবের আগমন সময় বুঝিয়াই গা ঢাকা দিলেন;—সুমেরুর পার্শ্বে ঘোমটা টানিলেন। নৈশ গগনে—নীলবর্ণ আকাশপটে রৌপ্য ছবি দেখা দিল; অসংখ্য তারকা-রাজি হীরকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল; বৃক্ষ, লতা, পত্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইল। পত্রগুলির অগ্রভাগে বৃষ্টিবারি সঞ্চিত থাকায় বোধ হইল যেন, বৃক্ষ ও লতা সকল সহস্র সহস্র মুক্তাফলে ভূষিত হইয়াছে। সরোবরে নির্ম্মল সলিলে রৌপ্যছটা পড়িল, কুমুদিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। শীতল সমীরণ বহিয়া চারি দিক্ সুস্নিগ্ধ করিল। সমস্ত স্বভাব শান্তিপূর্ণ—সকলেই নিস্তব্ধ! কেবল পত্র সকলের "ঝুর ঝুর" শব্দ জাগরিতের কর্ণ শীতল করিতে লাগিল। কোকিলগণ ঊষাভ্রমে এক একবার কুহু কুহু ডাক ছাড়িল। প্রকৃতি সতী রজতবেশ ধারণ করিলেন—শান্তি বিস্তার করিয়া হাস্য করিলেন। মলয়ানিল অদূর হইতে কুসুমগন্ধ বহন করিয়া কুমুদিনীর বাসরের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিতে লাগিল—চন্দ্রদেবকে উপহার দিল, এবং মোহিনীর গৃহেও বার বার অসংকোচে প্রবেশ করিতে লাগিল; এমন সময় একটা পেচক সজোরে বৃক্ষান্তরাল হইতে উড্ডীন হইল,

পেচকের চীৎকার ঘননিবেশিত বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া বায়ুতে প্রতিধ্বনিত হইল;—গণেশ অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন, শব্দ শুনিয়া প্রায় ছয় হস্ত পাছু হাঁটিলেন, মোহিনী রহস্যের স্বরে বলিলেন, "ঠাকুর অগ্রসর হও।"

গ। "মোহিনি! আজ দিবসে বড় গুরুতর আহার হইয়াছে, আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে,—আমি মলেম, আমি দাঁড়াইতে পারি না,-

মোহিনী দেখিলেন বেগতিক, বলিলেন "তবে চল ফিরিয়া যাওয়া যা'ক্"; ব্রাহ্মণের অস্থিমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিল।———সে স্থানে গমন করিতে যত সময় আবশ্যক হইয়াছিল, তচ্চতুর্থাংশ মাত্র সময়ে উভয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ নস্য গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গণেশ বাটী যাইবার কল্পনা করিলেন; মোহিনী বলিলেন "কি সাহসে এত রাত্রে প্রাণ হাতে ক'রে বাটী যেতে চাও।"

গ। "সুন্দরি! ব্রাহ্মণী এতক্ষণ ব্যাকুলান্তরে ঘর বা'র ক'র্‌চে।"

"তবে তুমি আমাকে ভাল বাস না" মোহিনী বাহ্যাভিমানের সহিত এই কয়েকটি কথা বলিলেন।

গ। "সুন্দরি! রাগ ক'রো না। মনে করে দেখ ব্রাহ্মণী ভেবে ভেবে আধমরা হ'য়েছে—তা—তা—আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি আর এক দিন দেখা ক'রবো।"

মোহিনী স্থির হইয়া রহিলেন—ক্ষণেক পরে বলিলেন "দেখা ক'র্‌বে?"

গ। "অবশ্য।"

মো। "ভুল্‌বে না?"

গ। "ভুল্‌বো না—কোন ক্রমেই না।"

মো। "তুমি একলা যেতে পা'র্‌বে?"

গ। "তুমি কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইয়া আইস।"

মোহিনী কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইলেন, ব্রাহ্মণ বিদায় লইলেন। একবার অগ্র অন্যবার পশ্চাৎ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সবেগে বাটীরদিকে প্রস্থান করিলেন। মোহিনী ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ কল্প।

The ordainments of Fate—
Can any one subvert ?

"অদৃষ্টের ফল।"

১৬—খৃষ্টাব্দ—মাঘ মাস,—২৭এ তারিখ; পৃথিবীতে বসন্ত ঋতু কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার আরম্ভ করিয়াছে, যোধপুরস্থ সকলের হৃদয় পুলকে পূর্ণ। বসন্তসমাগমে দেবী বীণাপাণি প্রফুল্ল কমলদলে পদ সংরক্ষণ করিয়া যোধপুরস্থ সকলের গৃহে বিরাজমানা হইলেন; পূজোপলক্ষে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেরই হৃদয় পুলকে নৃত্য করিতেছে। মহাসমারোহে ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন হইতেছে,—সমস্ত নগর আনন্দ-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, উৎসাহের রবে চারিদিক্ পরিপূরিত, সকলেই একান্তচিত্তে দেবীর চরণে ভক্তিসহকারে পুষ্পোপহার দিয়া মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতেছে; রাশি রাশি পুষ্পের আয়োজন হইতেছে। দিবাভাগ এই প্রকারে দেবীর পূজায় কাটিয়া গেল। সকলেই উৎফুল্ল হৃদয়ে সন্ধ্যা প্রতীক্ষা করিতেছিল, আনন্দবর্দ্ধিনী সন্ধ্যা উপস্থিত। নগরবাসীরা দীপমালা দ্বারা নগর ভূষিত করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ বসন্তানিল

সৌরভ বহন করিয়া ধীরে ধীরে অধিবাসীদিগের হৃদয় উৎসাহানন্দে জাগাইতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে ধূপগন্ধ মলয়বাহনে শূন্য-মার্গে উড্ডীন হইয়া সমস্ত নগর সৌগন্ধপূর্ণ করিল। পঞ্চমীর পঞ্চকলাবিশিষ্ট শশধর হাস্যাস্যে নীলাম্বরে উদিত হইলেন। সুপ্রশস্ত হরিতক্ষেত্রে, নব নব বৃক্ষপত্রে, সৌরভপূর্ণ মুকুলে মুকুলে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাসন্তনৈশ-গগনে অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্রাবলি নিজ নিজ জ্যোতিঃ বহির্গত করিয়া চন্দ্রদেবের হীরকমালা-স্বরূপ চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতে লাগিল, পাপিয়াগণ বৃক্ষে বৃক্ষে পীযূষ ছড়াইতে আরম্ভ করিল। চাতক চাতকীরা দলে দলে উড্ডীন হইয়া শূন্যমার্গে সুধা-পিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিল, চকোর চকোরীরা পরস্পর বিরহিত হইয়া চন্দ্রদেবের প্রতি ব্যাকুল নয়নে চাহিল, যেন, প্রিয়মিলনের স্থান বিদিত হইবার জন্য শিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ। যোধপুরস্থ রাজপথের কিঞ্চিদন্তরে দুই খানি শিবিকা দৃষ্ট হইল। প্রত্যেক শিবিকা-বহনার্থে আট জন করিয়া বাহক নিযুক্ত ছিল, সম্মুখে দুই জন অস্ত্রধারী অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন ও পশ্চাতে দুই জন প্রহরী হাঁটিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রোপরি চন্দ্ররশ্মি প্রতিভাত হওয়াতে চাক্‌চিক্যশালী প্রভা বহির্গত হইতেছিল। শিবিকা দুইখানি যৎকালে রাজপথ উত্তীর্ণ হইয়া একটি ক্ষুদ্র উপবন-প্রান্তে উপস্থিত হইল, তখনি সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী দশ জন সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ বৃক্ষান্তরাল হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া শিবিকা আক্রমণ করিতে আসিল। সম্মুখস্থ অস্ত্রধারিদ্বয়ের মধ্যে এক জন সক্রোধে বলিলেন, "যবন, এক মাস পূর্ব্বে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছি, তাহা কি ভুলিয়াছ? যদি জীবন বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, সহজে পথ ছাড়িয়া দাও;" সৈনিকেরা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না; একেবারে আসিয়াই তাঁহার উপর

পড়িল; তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে দশ জনেরই শোণিতে উপবনপার্শ্বস্থ মার্গ অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু উরুদেশে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; নিমেষের মধ্যে আর আট জন আসিয়া উপস্থিত, তিনি তদবস্থায় উপর্য্যুপরি তিন জনকেই কবরের মুখ দর্শন করাইলেন, কিন্তু প্রভূত পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হওয়াতে তাঁহার অস্ত্র-চালনাশক্তি একেবারে রহিত হইয়া আসিল। দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহার গতিরোধ হইল। অবশিষ্ট পাঁচ জন যবন সম্মুখীন হইয়া পুনশ্চ শিবিকা আক্রমণ করিল; শিবিকাস্থিতা একটি যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হৃদয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দাদা—দাদা—দাদা"— পশ্চাৎ হইতে প্রহরিদ্বয় অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না; কারণ তাহারা দ্বিতীয় শিবিকাখানি রক্ষা করিবার জন্য বিষম সাহস সহকারে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। দুষ্ট যবনেরা দ্বিতীয় শিবিকা আক্রমণ করিতে সাহস না করিয়া যুবতীর মুখে কাপড় বাঁধিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া একটি যানে আরোহণ করাইল। ব্যাঘ্র যেমন হরিণীকে ধরিয়া বনমধ্যে গমন করে, সেইরূপ তাহারা নিমেষমধ্যে তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেল, সুতরাং যুবতীর অন্বেষণে তাৎকালিক সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল।

পঞ্চম কল্প।

"যুবতীদ্বয়"—"পুনরুক্তি।"

ফাল্গুন মাস—প্রাতঃকাল, পূর্ব্বদিক্ হইতে রক্তচ্ছটা প্রকাশ করিয়া সূর্য্যদেব জগদন্ধকার দূর করিলেন। স্বভাব হাসিতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ আনন্দে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; শাখা হইতে শাখান্তরে

উড়িয়া যাইতে লাগিল, কোন কোন পাখী মনের আনন্দে গান ধরিল, তাহাদের সুমধুর প্রভাত সঙ্গীতে স্বভাব আনন্দে জাগরিত হইল। ভ্রমর, মৌমাছী প্রভৃতি মকরন্দ-লোভে ধাবিত হইল, দক্ষিণ দিক্ হইতে সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল নব নব পল্লবোপরি মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। সূর্য্যমুখী ও কমলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল, প্রেমময় হাস্যাস্যে সূর্য্যদেবের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখ ফিরাইবার অবসর নাই বলিলেই হয়; কেবল মাত্র এক একবার লজ্জা সম্বরণ করিবার নিমিত্ত শীতল সমীরণের দিকে চক্ষু ফিরাই-তেছে, কিন্তু যখন ভাবিল, শীতল সমীরণ উভয় পক্ষেরই দূতীস্বরূপ, তখন লজ্জা অন্তর্হিতা হইল। হরিত দূর্ব্বাদলোপরি শিশিরবিন্দুগুলি অপরিমেয় শোভা পাইতেছে। তদুপরি বালার্ক-কিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, সহস্র সহস্র মুক্তারাজি সুবর্ণাভা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাতে বিকীর্ণ রহিয়াছে।

পাঠক মহাশয়ের নিকট হরিহরের প্রধান সুহৃদ্ শিবরাম পূর্ব্বেই পরি-চিত হইয়াছেন। শিবরামের বাটীর পার্শ্বে একটি দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র ছিল। সেই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; উক্ত প্রাচীর স্থানে স্থানে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত, ক্ষেত্রের চারি কোণে চারিটি পুষ্পমঞ্চ সুশোভিত ছিল। মঞ্চস্থিত পুষ্পলতা অসংখ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পসংবলিত দোলায়মান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মৃত্তিকা স্পর্শ করাতে তাহার অত্যদ্ভুত শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিবার দুইটি দ্বার ছিল, বহির্দ্দিকস্থ দ্বারটি প্রায়ই বন্ধ থাকিত, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের গমনোপযোগী দ্বারটি তাহা-দের ইচ্ছাধীন কখন খোলা কখন বা বন্ধ হইত। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রমধ্যে দুইটি নবীনা যুবতী পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া প্রাতঃসমীরণ সেবনার্থ বিচরণ করিতেছিলেন, (যেন এক বৃন্তে দুইটি গোলাব ফুল ফুটিয়াছে;) তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বাক্যবিরহিতা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেন; পরে

এক জন অপরকে স্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন, "দেখ বিনোদিনি! দেখ কেমন ফুল ফুটিয়াছে।"

বি। "মাধবীরই শোভা—মালতীরই শোভা—কামিনীরই শোভা"—

"আর কার শোভা?"

বি। "আর আমার"———

যুবতী চারি দিকে সুধাবৃষ্টি করিয়া মধুর হাসি হাসিলেন; মঞ্চস্থিত পুষ্পোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিতে বসিলেন।

বি। "দিদি কেন তুমি পুষ্পলতার রত্ন শোভা অপহরণ করিতেছ, তোমার কি হৃদয় ব্যথিত হয় না?—তুমি মালা গাঁথিয়া কি করিবে?—

"মালার প্রয়োজন আছে?"

বি। "কি প্রয়োজন?"

"প্রিয়জনের নিমিত্ত।"

বি। "তুমি যাহাকে প্রিয়জন বল, তিনি যদি তোমাকে প্রিয় না ভাবেন?"

"তথাপি আমি তাহাকে প্রিয়জন বলিব।"

বিনোদিনী যুবতীর প্রতি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; সে দৃষ্টিতে অনমুমের ভাব প্রকাশ পাইল। যুবতী পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "বিনোদ! তুমি না বুঝে পুরুষকে কি বলে মন দিলে?" বিনোদিনী লজ্জিতা হইলেন, তাঁহার গণ্ড দেশ মলিন হইল, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া সে চিহ্ন অন্তর্হিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "তুমি কি আমার মন পরীক্ষা করিতেছ?" এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন; অন্য যুবতী কহিলেন, পরীক্ষা করিতে এখনও বাকী আছে? কাল রাত্রে তুমি একবারও চক্ষু মুদিত কর নি, কতবার বিছানায় শয়ন করিলে, কতবার উঠিলে, কত প্রকারেই নিদ্রা দেবীর আরাধনা করিলে,—একটু মাত্র তন্দ্রা আসিল, তুমি বার বার স্বপ্নঘোরে বলিতে লাগিলে "হরলাল—হরলাল—হরলাল—"কর্ণকুহরে

"হরলাল" নাম প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বিনোদিনী চমকিয়া উঠিলেন— বলিলেন "দিদি! তুমি কি আমার কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াছ?"

"স্বচক্ষে দেখিয়াছি" যুবতী ব্যগ্রতা সহকারে উত্তর করিলেন।

বি। "তোমারও কাল রাত্রে নিদ্রা হয়নি?" "নিদ্রা হয়নি।"

বি। "কৈমন করিয়া বলিলে কেবল মাত্র আমারই হৃদয় হৃত হইয়াছে? কেমন করিয়া জানিলে—" বিনোদিনীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুবতী বলিলেন "দুই জনেই মন হারাইয়াছি—দুইজনেই মজিয়াছি— দুই জনেই ফল ভোগ করিতেছি—"

বি। "দিদি তুমি কি আমাকে মন হারাইতে দেখিয়াছ? তুমি কি আমাকে মজিতে—" যুবতী বিনোদিনীকে অধিক বলিবার অবসর প্রদান করিলেন না, সহজেই অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলেন, বলিলেন "দেখিয়াছি—তোমার মন হৃত হইতে দেখিয়াছি—যে দিন পারিজাতের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয়, যে দিন আমরা একত্রে পারিজাতের উদ্যানস্থ গৃহাভ্যন্তরে পিয়ানার বাদ্য শুনিয়াছিলাম, সেই দিনেই তোমার মন হৃত হইয়াছে; যে দিন হরলাল তোমার প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ করিয়াছিল, তুমিও হরলালের প্রতি না চাহিয়া থাকিতে পার নাই, সেই দিনেই তুমি মন হারাইয়াছ, সেই দিনেই তুমি মজিয়াছ।"

বি। "সে দিবস তুমি কি সঙ্গে ছিলে না?"

"আমিও তোমার সঙ্গে ছিলাম আর—" যুবতীর বাক্য-স্ফুরণ হইল না—তাঁহার ওষ্ঠাধর ক্রিয়াশূন্য হইল।

"বি। "আর কি?"

"আর হরলালও একাকী ছিলেন না।

বি। তবে?"

"তুমি কি সঙ্গে ছিলে না?"

বি। "আমার অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইবার অবসর থাকে নাই; তুমি বহুদর্শিনী, তুমি সকল দিক দেখিয়া কার্য্য কর।"

যুবতী ভগ্নস্বরে কহিলেন "বিনোদিনি! আজ্ আমাকে পর ভাবিলে! ভগিনি! তোমার মন এমন হল কেন? তুমি আজ্ কাল্ কথা কহিলে বৈরক্তি কিম্বা রাগের চিহ্ন প্রকাশ পায়, আর সময়ে সময়ে উভয়ই মিশ্রিত থাকে; তুমি চিরকাল সরলতার আধার বলিয়া পরিচিতা, বনবিহারিণী চাতকিনীর ন্যায় তোমাকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল দেখি, তোমার হৃদয়ে কি বৈরক্তি ভাব সম্ভবে? বিনোদ! তুমি আমাকে আর কাঁদাইওনা।" বলিতে বলিতে যুবতী অশ্রুবর্ষণ করিলেন, বিনোদিনীও কাঁদিলেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত দুই জনেই একত্রে কাঁদিলেন; ইতিমধ্যে একজন সহচরী আসিয়া উপস্থিত হইল, ভগ্নীদ্বয়কে এরূপ অবস্থাপন্না দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি তোমরা কাঁদ্‌ছ কেন? এইমাত্র সুস্থ মনে—" যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদ কি?" সহচরী উত্তর করিল, "দুইটি স্ত্রীলোক তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।"

"তুমি কি তাহাদের নাম জান?"

স। "শুনিয়াছি কিন্তু মনে নাই।" "মনে করিয়া দেখ।"

স। "তোমাদের দেখে শুনে আমারও মন কেমন কেমন হয়ে গেছে একজনের নাম নির—নিরমলা আর—।" "আর কি?"

স। "আর একজনের নাম মনে নাই।"

"যাই হ'ক তুমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া এখানে লইয়া আইস।"

সহচরী তাহাই করিল; স্ত্রীলোকদ্বয় কক্ষ দ্বারে উপস্থিত; ক্রমে সহচরী সহ যুবতীদ্বয়ের নিকট আসিলেন; মোহিনী ও নিরুপমা;—অশ্রুনীরে দুই জনেরই চক্ষু ভাসিতেছে। যুবতীদ্বয় সহসা ইহাঁদের এরূপ ভাব

দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় হইলেন, মোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তরঙ্গিণি! মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে।" তরঙ্গিণী, মোহিনী ও নিরুপমাকে নিরত ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শোকাকুলা হইলেন, মোহিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার সমস্ত ধৈর্য্যগ্রন্থি বিচ্যুত হইল, কাতরা ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "অ্যাঁ—অ্যাঁ—বজ্রপাত !!!" নিরুপমার অশ্রুস্রোত পুনর্ব্বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন "সহস্র বজ্র মস্তকোপরি পতিত হইলে অকাতরে সহ্য করা যায়, কিন্তু উঃ"—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, চক্ষুর জল আসিয়া বাক্‌শক্তি রোধ করিল।

ত। "নিরুপমা কেঁদোনা। তোমাকে আমি কাঁদতে দেখ্‌তে পারি না, নিরুপমা স্থির হও, যখনই তোমাকে দেখিয়াছি তোমার মুখ সর্ব্বদাই হাসি দেখিয়াছি। তুমি না হাসিলেও তোমার মুখখানি হাসি হাসি দেখাত! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!! ভগিনি! আমার ব্যাকুলতা দূর কর, কি হইয়াছে শীঘ্র বল, সুহৃদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে হৃদয়ের ভার অনেক হ্রাস হয়।

নি। "দিদি! আমাদের দুঃখ অকথনীয়, সহস্র সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, ঘোর বিপদ,"—পুনর্ব্বার অশ্রু প্রবাহ আসিয়া নিরুপমার বাক্য রোধ করিল। তরঙ্গিণী নিজ অঞ্চল প্রান্ত দিয়া নিরুপমার চক্ষের জল মুছাইলেন, গিরিশিখর হইতে যেমন উৎস উঠিয়া ক্রমে নদী রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ নিরুপমার অশ্রুধারা অনবরত অপ্রতিহত প্রভাবে বিগলিত হইতে লাগিল, সুতরাং তরঙ্গিণীর সমস্ত যত্ন বিফলপ্রায় হইল।

মোহিনী বলিলেন "পা—রি—জা—ত,—মো—হ—ন—লা—ল—" তরঙ্গিণী ও বিনোদিনী মোহিনীর ভাব দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন;—গভীর নিদ্রা হইতে কোন প্রকার ভয়াবহ ঘটনা দ্বারা সহসা উত্থিত হইলে

যেরূপ চমকিত হইতে হয়, তরঙ্গিণী ও বিনোদিনী সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন; মেঘবিহীন শান্তিময় আকাশমার্গে সহসা অশনির ভয়ঙ্কর শব্দ প্রচারিত হইলে যেরূপ চমকিত হইতে হয়, ভগ্নীদ্বয় সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন,—কহিলেন "অ্যাঁ—পারিজাত!! মোহিনি! পারিজাতের কি অমঙ্গল ঘটেছে?"

মো। "সরস্বতী পূজার রাত্রে নিমন্ত্রণোপলক্ষে পারিজাত, নিরুপমা ও আমি রাণার বাটীতে গিয়েছিলেম।"

ত। "তার পর, তার পর?"

মো। প্রত্যাগমন কালে যখন রাণার বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে আসা হয়েছে, ভীষণ যমদূত স্বরূপ দশ জন যবন সেনা পারিজাতের শিবিকা আক্রমণ করিল; মোহনলাল অগ্রে ছিলেন, দশ জনেরই রক্তে দুষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; পুনর্ব্বার আট জন আসিয়া উপস্থিত হইল, মোহনলাল আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, উরুদেশে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; পামরগণ পারিজাতের শিবিকা ভগ্ন করিয়া নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া নিরুদ্দেশে পলায়ন করিল। উঃ পারিজাত! হৃদয়ের অগ্নি কি নির্ব্বাণ হইবে না? তোমার অদৃষ্টে কি এরূপ ঘটা সম্ভব? বিধাতা কি কমলের উপর বজ্রপতননির্দ্দেশ করিয়াছেন?"—মোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তরঙ্গিণীর ধমনীমধ্যে প্রবলবেগে রক্ত চলাচল হইতে লাগিল, হৃদয়ে বারবার আঘাত হইতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আঁ—র—আ—রে সং—বা—দ কি?"

মো। "সকলেই কাতর, সকলেই নিরবচ্ছিন্ন কাঁদিতেছে, ক্রন্দনের বিরাম নাই।" তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্যান্য সকলে কেমন আছেন?"

মো। "মোহনলালের পীড়ায় হরিহরও পীড়িত, হরলালও পীড়িত।"

তরঙ্গিণী ও বিনোদিনী গণ্ডদেশে হস্ত সংরক্ষণ করিলেন—নিস্তেজ হইয়া বসিয়া পড়িলেন; বৃক্ষোপরি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত হইলে যেরূপ সমূলোৎপাটিত হইয়া শয়িত হয় তরঙ্গিণী ও বিনোদিনীর অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। অনেকক্ষণ পরে তরঙ্গিণী কহিলেন, "কি উপায় ?"

মো। "উপায় এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।"

তরঙ্গিণী কাঁদিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন "হা বিধাত! এত দিনে অবলাদের হৃদয়ে বাড়বানল প্রজ্বলিত করিলে !!"

মো। "রাণার ভ্রাতুষ্পুত্র সমরজিত চারি দিকে প্রহরী পাঠাইয়াছেন কেহই কোন স্থান হইতে কোন প্রকার সংবাদ আনিতে পারে নাই। সমরজিত মোহনলালের প্রধান বন্ধু, তিনি যদি সে রাত্রে ঘুণাক্ষরে বিপদের সংবাদ পাইতেন, যদি নৈশবায়ু অনুকূল হইয়া দুঃখিনীদের দুঃখবারতা সমরজিতের কর্ণকুহরে ইঙ্গিত মাত্রে বহন করিত, তাহা হইলে শত সহস্র যবন আসিলেও পারিজাতের পদনখ-প্রান্ত পর্য্যন্ত দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। মোহনলাল! তুমি বীরোচিত কর্ম্ম করিয়াছ, তুমি ক্ষত্রিয় ভুজবলের পরীক্ষা দিয়াছ। তুমি কাহারাও কষ্ট দেখিতে পার না, কাহারও দুঃখ দেখিলে তোমার হৃদয় কাঁদে, এক্ষণে তোমার কষ্ট দেখিয়া কা'র না হৃদয় ব্যথিত !!

বিনোদিনী কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "মোহনলাল এখন কি অবস্থায় আছেন ?'

মো। "কিছুমাত্র পীড়ার উপশম হয় নাই। এ দিকে পারিজাতের শোকে সকলেই কাতর; আহা! সোণার পারিজাত !!"

নিরুপমা বাষ্প-পূর্ণনেত্রে বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগিনি বিনোদিনি! এখন আমাদের মুহূর্ত্তকালও বাটী হইতে

বহির্গত হইবার অবসর নাই, প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা-ফলক হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া অন্তর বিদ্ধ করিতেছে। মা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন, তাঁহার মনে প্রবোধ স্থান পায় না, তিনি নিরবচ্ছিন্ন কাঁদিতেছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; সপ্তাহ কাল সেইরূপ থাকিলে তাঁহার শরীর সংরক্ষণে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। দেখ, তোমাদিগকে দেখিলে তিনি অনেক পরিমাণে সুস্থ হইতে পাবেন, দুঃখের সময় স্নেহের বস্তু যত অধিক সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তত পরিমাণে দুঃখের লাঘব হয়———"

তরঙ্গিণী ও বিনোদিনী স্বীকৃতা হইলেন। নিরুপমা বিদায় যাচ্ঞা করিলেন। ভগ্নীদ্বয় নিরুপমার এক মুহূর্ত্ত কাল আজি কালি কত মূল্যবান তাহা জানিলেন, সুতরাং বিদায় দানে অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মোহিনী ও নিরুপমা দূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ কল্প।

" 'Tis Chastity, my brother, chastity
She, that has that, is clad in complete steel;

*   *   *   *   *

No savage fierce, bandit, or mountaineer,
Will dare to soil her virgin purity:"

J. Milton.

———alas thou maiden fair,
Pining in solitude thy doom severe!

"কোথায় এলেম।"

আজমীর নগরের সন্নিকটে কৃষ্ণগড় নামে এক গ্রাম ছিল; উহার আয়তন সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত এবং উহার চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার প্রস্তর

বেষ্টিত। ঐ প্রস্তরশ্রেণী স্বভাবতঃ নানা বর্ণ বিশিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কৃষ্ণগড়ের উত্তর পূর্ব্ব দিক দিয়া কৃষ্ণাবতী নামক একটি স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। কৃষ্ণগড়ের স্বাভাবিক দৃশ্য অতিশয় মনোহর। উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিবার দুইটি তোরণ ছিল। প্রবেশ করিলে একটি সুরম্য উপবন দৃষ্ট হইত। কৃষ্ণগড়ের স্থানমাধুর্য্য দেখিয়া দিল্লীর সম্রাট আরেঙ্গজেব সেই স্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উক্ত স্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সময় সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত বেগে গমন করে; কোন এক মহাত্মা বলিয়াছেন "ধনু হইতে সজোরে নিক্ষিপ্ত পক্ষবিশিষ্ট শরাপেক্ষাও সময় অধিকতর দ্রুত বেগে গমন করে।" তিল তিল করিয়া মুহূর্ত্ত; মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত করিয়া পল; এইরূপ দণ্ড যাইতেছে, মাস যাইতেছে, স্রোতস্বতীর বারির ন্যায় অনবরত যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে চারি মাস কাটিয়া গেল। অদ্য আষাঢ় মাস,—১৫ই তারিখ; বৃষ্টির প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত কৃষ্ণানদীর জল বৃদ্ধি হইয়া কৃষ্ণগড়ের পর্ব্বত শ্রেণীর অর্দ্ধোচ্চ অতিবাহিত করিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হওয়াতে পথ ঘাট সমস্ত জলময় হইয়া গিয়াছে। একস্থান হইতে অন্য স্থানে কেহই সহজে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। মেষপালকগণ বিশাল ও ঘনপত্রসন্নিবেশিত বৃক্ষের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইল। সহস্ররশ্মি সহস্র কর বিস্তার করিয়া বৃষ্টির জলরাশি শোষণ করিবার নিমিত্তই যেন আকাশমণ্ডলে দেখা দিলেন। আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অবিরত জলাকর্ষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

পাঠক! একবার সেই কৃষ্ণগড়াভ্যন্তরস্থ উদ্যান প্রতি চাহিয়া দেখুন। আহা! সেই রম্য উপবন আজি কি চমৎকার শোভা ধারণ

করিয়াছে; বৃক্ষ ও লতাচয় ফল ফুলে সজ্জিত হইয়া চারি দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। লজ্জাবতী লতা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারি দিকে স্বভাব মাধুর্য্য অবলোকন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ বায়ু অপেক্ষাকৃত অধিক সঞ্চালিত হওয়াতে চক্ষু মুদিয়া লজ্জায় জড়সড় হইল। দধিয়াল, বাবুই, শামা, পেদ্ধা প্রভৃতি পক্ষিগণ আপনাপন সুস্বর বিস্তার করিয়া উদ্যানভূমি আমোদিত করিয়াছে। বসন্তে সকল তরু লতাই, নব পল্লব ও ফলফুলে সুশোভিত হয়; এখন আর তাহাদের সেরূপ অবস্থা নাই বটে, কিন্তু বালিকাদের বাল্যকাল অতীত হইলে ক্রমশঃ যেমন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, উদ্যানস্থ লতাপুঞ্জ, সুদৃশ্য পাদপশ্রেণীও তদ্রূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সজল বৃক্ষ-পত্রোপরি নবমেঘান্তরিত আতপরশ্মি পতিত হওয়াতে সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের ন্যায় চাকচিক্যশালী প্রভা বহির্গত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বর্ষার সমীরণ প্রবল বেগে চালিত হইয়া বৃক্ষপত্রের জল মোচন করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন সমস্ত তরুলতা জলভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া অবনত ভাবে স্রষ্টার চরণে সকাতরে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে; বৃক্ষচয় অশ্রুবর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার মস্তকোন্নত করিল, আবার বায়ু-তাড়িত হইয়া অবনত হইল। এইরূপে রমণীয় তরুরাজি, লতাপুঞ্জ প্রভৃতি বৃষ্টিবারি-বিরহিত হইয়া অভিনব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। উদ্যানমধ্যস্থ অপরাপর শোভা দর্শন করিলে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয়।

কিঞ্চিদন্তরেই সম্মুখে একটি অর্দ্ধ-চক্রাকার পরিখা। পরিখার পরপারে নিবিড় পাদপশ্রেণী এবং অদূরে কতকগুলি বৃক্ষ মস্তকাবনত করিয়া নির্ম্মলসলিলে মগ্ন হইতেছে। বোধ হয়, খেচরগণকে সাদর সম্ভাষণে

আশ্রয় দিবার নিমিত্ত নিজ নিজ দেহ ধৌত করিয়া পবিত্র ও প্রীতিকর হই-তেছে। পরিখার এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত সেতু বিরাজমান; উক্ত সেতু লৌহ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত। সেতুর অপর পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র পথাতিক্রম করিলে প্রশস্ত ভূমি; ঐ ভূমি দূর্ব্বাদল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রমণীয় বৃক্ষপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ প্রস্তররাশি গ্রথিত বেদিকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। উক্ত স্থান হইতে অন্য দিকে গমন করিবার উপযুক্ত বর্ত্ম ছিল না। ··· ··· ···দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরকে আমরা দীর্ঘিকা বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। উক্ত দির্ঘিকার চারি পার্শ্ব উচ্চ এবং নানা জাতীয় তরু, লতা ও গুল্ম প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছনীরে প্রভূত পরিমাণে কমলচয় বিকশিত হইয়া অপরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাজহংস,—রাজহংসী, চক্রবাক,—চক্রবাকী এবং সারস,—সারসী প্রভৃতি জলকেলিপ্রিয় পক্ষিগণ বিমল সলিলে পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। যখন পূর্ব্বদিক্ হইতে তরুণারুণের কোমল স্বর্ণচ্ছটা নলিনীর অঙ্গ স্পর্শ করে,—যখন হীরকমণি কাঞ্চনসূত্রে জড়িত হয়;—যখন মৃদু-মন্দকর-হিল্লোল সহকারে নয়ন প্রীতি-কর ঊর্ম্মি উত্থিত করিয়া মৃণাল কম্পিত করে, কমলিনীর সমস্ত অঙ্গ বিকশিত করে, তখন দির্ঘিকার অবর্ণনীয় শোভা দৃষ্ট হয়। অনন্তর দ্রব হয়,—মন গলিয়া যায়। দীর্ঘিকার উত্তরাংশে একটী রমণীয় বর্ত্ম, ঐ বর্ত্ম এরূপ ভাবে রচিত যে বহির্দ্দিক্ হইতে তৎসম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না, উহার দুই পার্শ্বে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী। ঐ বর্ত্ম দিয়া কিঞ্চিদন্তরে গমন করিলে সম্মুখে আর একটী অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিখা দৃষ্টিগোচর হয়। পরিখার অপর পার্শ্ব প্রস্তরে বাঁধান এবং অতিশয় উচ্চ। তদুপরি দুইটী প্রস্তরবেদি মধ্যে এক একটী কামান স্থাপিত। বেদিগুলি দেখিতে অতি পরিপাটী; নিম্নদেশ হরিদ্বর্ণ-দূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন। বেদিকার মধ্য দিয়া

অদূরে স্তূপাকার অট্টালিকার অগ্রভাগ এবং পতাকা দেখা যায়। ঐ সকল অট্টালিকা কৃষ্ণগড়পর্ব্বতস্থ একটী সুদৃঢ় দুর্গ হইতে মুসলমান সম্রাট্ আরঙ্গজেবের বিজয়পতাকা উড্ডীয়নকরতঃ সদর্পে মস্তকোন্নত করিয়া রহিয়াছে, এবং বনদেশ, ও গ্রাম ব্যাপিয়া উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ অতি দুর্গম ছিল, এমন কি (বিশেষ পরিচিত না হইলে) সহজে কেহ অনুমান করিয়া লইতে পারে না। বোধ হয়, কোন অজ্ঞাত শত্রু অজ্ঞাতসারে ঐ পথে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে ভয়ানক রূপে বিপর্য্যস্ত করিবার নিমিত্তই ঐ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। পথটী ক্রমাগত দুর্গাভিমুখে গিয়াছে। দুর্গ প্রবেশের ঠিক পূর্ব্বে একটী অপ্রশস্ত সেতু; এ সেতুটী এরূপ ভাবে রচিত যে, দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যচয় যদৃচ্ছাক্রমে উহার রূপান্তর সাধন করিতে পারে। সেতুর পর পার্শ্বে দুর্গের তোরণ ঐ তোরণ লৌহনির্ম্মিত।

প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে যমদূত স্বরূপ প্রহরিগণ দণ্ডায়মান, কিঞ্চিদন্তরেই ভীষণ সৈন্যদল নিঃশঙ্কচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তাহাদের ভীম কলেবর ও সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট বিকৃত বদন দেখিলে স্বভাবতঃ মনে ভীতি জন্মে। কিয়দ্দূরে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; ঐ প্রাঙ্গণের চারি পার্শ্বে বৃহদ্বৃহৎ অট্টালিকা। মধ্য স্থলে অসংখ্য কামান এবং স্তূপাকার গোলারাশি সজ্জিত। এক স্থানে সৈন্যগণ নানা প্রকার আমোদে ভাসমান হইতেছে, কোথাও বা কেহ মল্লক্রীড়া দ্বারা সময় ক্ষেপণ করিতেছে। অপর স্থানে কেহ গান বাদ্য দ্বারা চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতেছে। অন্য স্থান হইতে উচ্চ হাস্যের ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

দুর্গের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মিত দেখিলে সহজে অনুভব হয় যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে ইহা বিশেষরূপে রক্ষিত। দুর্গের উত্তরস্থ প্রাঙ্গণে বন্দীদিগকে রাখিবার জন্য গুপ্ত আবাস স্থাপিত। ঐ আবাস সাধারণ

বন্দীদিগকে রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। নানা স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহে যে সমস্ত যুবরাজ, রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি বা সুন্দরী স্ত্রীলোক ধৃত করা হইলে, তাহাদিগকেই পূর্ব্বোক্ত আবাসে বন্দী করা হইত। হয় ত অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটী হতভাগিনী কামিনী বন্দিনী হইয়া দীর্ঘকালের নিমিত্ত স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন। দুর্গস্থিত গুপ্তাবাসের এক প্রান্তে একটি কমনীয়া ললনামূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, বিষম শোকসূচক ঘোর নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া বহির্গত হওতঃ যুবতীর কোমলাঙ্গ কাতরে কম্পিত করিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক কমলের ন্যায় মলিন এবং শ্রীভ্রষ্টা, দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত নয়নদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট, অজস্র অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপ সিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত ও কম্পিত হইতেছে। এক দৃষ্টে অধোবদনে বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভাবিতেছেন। কে বলিবে, তাঁহার দৃষ্টি পৃথিবী ভেদ করে নাই? শূন্য মনে সংসারের অসারতা ভাবিতেছেন। তাঁহার আলুলায়িত কেশপাশ উন্মাদিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া ধুলায় ধুসরিত হইতেছে। ভাবিনী থাকিয়া থাকিয়া ঈষৎ করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন; "হায়! বিধাতা কি আমাকে জীবনে নিরন্তর কেবল মাত্র দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই সৃজন করিয়াছেন? আমার মত দুঃখভাগিনী জগতে আর কে আছে? হায়! আমি কি কুক্ষণে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম; যখন রাণার বাটীতে সমরজিতের সহিত দেখা হয়,—যখন তিনি আমার প্রতি স্নেহনয়নে চাহিয়াছিলেন,—যখন লজ্জা আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার চক্ষু ফিরাইয়াছিল, কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া সমরজিতের প্রতি চাহিলাম, তখন দেবী বীণাপাণিকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, আজিকার ন্যায় শুভদিন,—শুভক্ষণ—জীবনমধ্যে কখন উপভোগ করি নাই।

হায়! আমারই অদৃষ্টবশতঃ অমৃতবৃক্ষ গরল প্রসব করিল। অহো! আমি স্বরূপতই পাষাণী! তা না হইলে অসংখ্য বজ্রের জলন্ত স্ফুলিঙ্গ সহ্য করিয়া এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি!! হায়! কেন আমি সমরজিতের নয়ন-পথিক হইয়াছিলাম!!! যখনরাণার বাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করি, তখন সমরজিতের মুখ ম্লান দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়াছিল। সমরজিত! ক্ষত্রকুলশশধর!! তুমি দুঃখিনীকে বিদায় দিবার সময় কিরূপ বিষণ্ণ হইয়াছিলে?—এখন কি হতভাগিনীকে মনে পড়ে? তোমার সহিত ক্ষণেকের নিমিত্ত প্রথম দর্শন কি শেষ দর্শন রূপে পরিণত হইল? আর এ জীবনে তোমাকে দেখিয়া নয়ন মন শীতল করিতে বিধাতা কি আমাকে বারণ করিয়াছেন? পামর যবনেরা আমাকে জনহীন গৃহে বন্দিনী করিয়া কি অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে! সমরজিত!! তুমি যদি আমার বিষলিপ্ত প্রকোষ্ঠের কষ্ট কিছু পরিমাণে জ্ঞাত হইতে, যদি হতভাগিনী কোন্ স্থানে আছে, তাহা জানিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতে না। দুষ্টেরা প্রথমে যখন বন্দী করে, তখন আমাকে কথা কহিবার অবসর দিল না। ভগিনী নিরুপমে! তোমার সকাতর ক্রন্দনধ্বনি আমার অন্তর ভেদ করিয়াছিল। তোমারই বা দশা কি হইল। তুমি বালিকা, তোমার অদৃষ্টেও কি আমার ন্যায় ঘটিল। তুমি যখন রাণার বাটী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে কুমার অজিতসিংহ একদৃষ্টে তোমার প্রতি চাহিয়াছিলেন, তোমারও সহজে পদ উঠিতে চাহিল না, কুমারও মুখমণ্ডল হইতে বিষাদ চিহ্ন অপনীত করিতে পারিলেন না। মোহিনি! তুমিও আমার কষ্ট দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলে! তোমার হাসি হাসি মুখখানি মনে পড়িলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়—প্রাণ ফেটে যায়!!

হায়! যে মুহূর্ত্তে আমার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে,—যে মুহূর্ত্তে সহস্র উল্কা একত্রে সমাহিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে আসিল;—সেই

মুহূর্ত্তে দাদারও বীরোচিত সিংহধ্বনি শুনিয়াছিলাম, তার পর কি হইল, কিছুই জানি না। হা বিধাতঃ! আর কেন? দারুণ বেদনা অসহ্য হইয়াছে! উঃ! হৃদয় কি আমার দ্বিধা হইতে জানে না? জীবনের গ্রন্থি কি বিচ্যুত হইবে না? হায়! আমার এ ক্লেশকর জীবনে ফল কি? কেন এখনও দেহপিঞ্জর হইতে জীবন বহির্গত হইতেছে না? শুনিতে পাই, নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কামিনীকুলকে ফুলদল দিয়া গড়িয়াছেন, কিন্তু হৃদয় আমার কি পাষাণ! পাষাণ না-হইলে এতক্ষণ ফাটিয়া যাইত!!" যুবতীর বীণা-বিনিন্দিত ভগ্নকণ্ঠ সহসা নিস্তব্ধ হইল, বীণার সূত্র (তার) সহসা ছিন্ন হইলে যেমন নিস্তব্ধ হয়,—তদ্রূপ নিস্তব্ধ হইল। বাতায়নপার্শ্ব হইতে কোন এক উচ্চ শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, কিছুই নয়নগোচর হইল না, কেবলমাত্র বাতায়ন নিম্নস্থ অতি গভীর পরিখার জলরাশি তরঙ্গ উত্থিত করিয়া তৎপার্শ্ব গ্রথিত প্রস্তরে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। যুবতী আবার চিন্তানিমগ্না হইলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন " কোথায় এলেম।"

সপ্তম কল্প।

"Now prone, now supine the hero lay"— *Pope.*

"Every burning word he spoke,
Full of rage and full of grief." *Cowper.*

" সেনানীদ্বয়।"

সন্ধ্যাকাল। মরীচিমালী কমলিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুমেরু পার্শ্বে অনেকক্ষণ লুক্কায়িত হইয়াছেন। হিমাংশু সুধাময় করজাল বিস্তার করিয়া কুমুদিনীকে সরোবরে হাসাইলেন,—মধুর হাসি হাসাইলেন। দক্ষিণ দিক হইতে সুগন্ধ মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে লাগিল। যোধপুরে যশোবন্তসিংহের সৌধ অট্টালিকার এক সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠে সমরসিংহ উপবিষ্ট, প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। বীর পুরুষের হৃদয় চিন্তাক্রান্ত; যিনি সমরক্ষেত্রে স্বকীর বাহুবীর্য্য প্রভাবে অসংখ্য শত্রুদল বিতাড়িত করিয়া "সমরজিত" নাম লাভ করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে চিন্তার নিকট পরাস্ত। মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ;—গণ্ডস্থলে কালিমা পড়িয়াছে, যেন নীলবর্ণ নভোমণ্ডলের পূর্ণ শশধরে কলঙ্ক লক্ষিত হইতেছে। মন নিতান্ত অসুস্থ, হৃদয় সুখবিহীন, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। তিনি পার্শ্বস্থিত পালঙ্কের উপর শয়ন করিলেন, আবার কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণমাত্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্র প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইল। তিনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমার অজিতসিংহ কি বাটীর অভ্যন্তরে আছেন?" ভৃত্য উত্তর করিল "ধর্ম্মাবতার, যুবরাজ বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়াছেন।" সমরজিত ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,

পরে কি ভাবিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া কুমার অজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। অজিতসিংহ সমরজিতকে সহসা চিন্তান্বিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; তিনি তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। সমরজিত ভগ্ন হৃদয়ে তথায় উপবেশন করিলেন। উভয়েই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ, পরে অজিতসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা আপনাকে কয়েক দিবস এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? মনে করি, কারণ জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু—" সমরজিত ব্যস্ততা সহকারে উত্তর করিলেন "ভ্রাতঃ! তুমি ত সকলি অবগত আছ।"

অ। "সে কারণ ত আমাদের পক্ষে অভিনব নয়।" অধিকন্তু বিশ্বপতি মহাদেব অদৃষ্টে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অলঙ্ঘনীয়। আর অনুসন্ধানের চেষ্টা বিষয়েও আমাদের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। চারিদিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে,—সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে;—কিন্তু কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। ভারতবর্ষের মধ্যে দুষ্ট যবন-দিগের এমন কোন গূঢ়স্থান আছে, যাহাতে আমাদিগের অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়? শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে,—গভীর বনাবৃত দুর্গম পর্ব্বতমধ্যে, তরঙ্গ তুফান বিশিষ্ট হৃৎকম্পকারী কল্লোলসমাকুল সমুদ্রে,—কোন স্থানেই ক্ষুদ্র পক্ষী পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইতে পারে না। কি আশ্চর্য্য। যবনেরা আমাদের চক্ষে সহজেই ধূলি নিক্ষেপ করিল।"

স। "দেখ যবনদিগের অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ প্রজাপীড়ন উহাদিগের প্রধান ব্যবসা; আর ধর্ম্মের উপরেও পামরেরা হস্তক্ষেপ করিতেছে। আরঙ্গজেবের বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে। আরও কিছু দিন দেখিব। তাহাতেও মুসলমানেরা সাবধান হয় হউক, নতুবা সত্বর প্রতিকারের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

অ। "অনেক সহ্য করিতেছি—সহ্য করিতেও হইবে।"

স। "ভ্রাতঃ! এই কি প্রত্যুত্তর! এই কথা, কি মহাত্মা রাণা যশোবন্ত সিংহাত্মজ কুমার অজিতের মুখে শোভা পায়? সিংহ কি জালবদ্ধ হইলেও শৃগালগণের নীচ রবে ভীত হয়? যে পর্য্যন্ত ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, সে অবধি যথেচ্ছাচারী শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করা ক্ষত্রকুলোদ্ভবের প্রথা নহে। মুসলমানদিগের নিকট আমরা কতদূর না খর্ব্ব হইয়া চলিতেছি, কিন্তু কিছুতেই দুষ্টেরা পরিতুষ্ট নহে। সমর-ক্ষেত্র আমাদের শয্যা,—অসি আমাদিগের পথের সহচর,—বিপদের সহায়, দেখিব—এইবার সমরক্ষেত্রে চিরশয়ন পর্য্যন্ত পণ করিতেছি।

অ, "সত্য! আমরা যেরূপ বার বার অপমানিত হইতেছি, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর;—অত্যন্ত নিন্দনীয়; তথাপি ক্ষত্রিয়ের চিরপ্রথা সহ্য করা। অতএব, আমরা সহ্য করিতেছি—করিতেও হইবে। তবে এক্ষণে কি করা উচিত, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ক্ষত্রকুলোচিত কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। নচেৎ পামর মুসলমানেরা যে, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত কন্যারত্ন হরণ করিয়া অবলীলাক্রমে পরিত্রাণ পাইবে, তাহাও কি প্রাণে সহ্য হয়, এ কথনই সহ্য হইবার নয়। তবে সহিষ্ণুতায় অনেক কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। দেখা যাউক, কি উপায়ে আমরা বৈরনির্যাতন করিতে পারি।

স। হাঁ ভ্রাতঃ! বীর পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, যুদ্ধ কৌশলেই হউক, আর অন্য কোন উপায়েই হউক, শত্রু নিপাত করা। অতএব এই সময় আরঙ্গজেবের বুদ্ধি ভ্রম জন্মাইয়া চিরকলঙ্ক হইতে আপনা-দিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ অতঃপর, আমাদিগের ধর্ম্মবিদ্বেষিতা আচরণ করিতে পারে। পারে কি? করিতেছেও ত; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। সত্বর যাহাতে যবনকুল ধ্বংস হয়; তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া যাক। কেমন! এ কথা যুক্তিসঙ্গত কি না?

অ। "'যুক্তিসঙ্গত কি না'—এ কথাও জিজ্ঞাস্য ? শতবার যুক্তিসঙ্গত;—অধিকন্তু, কি সমর, কি কুশল, কি কৌশল, সকল বিষয়েই আপনার মতই গ্রহণীয়; এমন সময়—এমন মুহূর্ত্ত আমার স্মরণ হয় না, যে সময়ে, যে মুহূর্ত্তে আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। আর মহারাণা পিতৃদেবও অনুমতি করিয়াছেন যে; সামরিক ব্যাপারেই হ'ক, বা অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারেই হ'ক, আমরা একত্রে সম্মিলিত হইয়া সমস্ত নির্দ্ধারিত করিব। অতএব যবনদিগের অত্যাচার নিরাকরণ-সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহাই সম্যক্ রূপে গ্রাহ্য, এবং সে ব্যবস্থার সময়ও উপস্থিত।—উঃ! পামরগণ মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছে !! পারিজাতের কথা স্মরণ হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—প্রাণ ফেটে যায়—নিজ নিজ জীবনে সহস্র বার ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, ক্ষত্রিয়কুলজ হইয়া ক্ষত্রশোণিত-বিবর্জ্জিত !!—নরের অদৃষ্টের কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই সত্য,—মঙ্গল, অমঙ্গল, সুখ, দুঃখ সতত রাশিচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—কিন্তু যে অবধি পার্থিব বায়ু তিলার্দ্ধ পরিমাণে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা আর নিশ্চিন্ত নহি।"

স। "ভ্রাতঃ! তোমার বীরোচিত দৃঢ় পণ শুনিয়া কোন্ মনোবিশিষ্টের হৃদয় উৎসাহ-রসে পরিপূরিত না হয় ? যে জন ঘোর আলস্যে অভিভূত,—গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, তাহারও হস্ত অসি ধারণ করিতে প্রসারিত হয়।... আর কেন! সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার দুই জন সাহসী ও ধীশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধৃপুরুষ সহস্র সৈন্য পশ্চাতে লইয়া মুসলমান সেনানীর সমীপে উপস্থিত হউক এবং স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাত করুক, 'যদ্যপি ভদ্রতা সহকারে সকল বিষয় কুশলে শেষ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রপক্ষ হইতে তদ্বৎ আচরণের কিছুমাত্র ন্যূনতা হইবে না;—সদাচরণ আর ক্ষমা ক্ষত্রিয়দিগের বাল্যকাল হইতে অভ্যাস!' তদ্বিষয়ে যদি মাৎসর্য্য—ও—মদোদ্ধত মুসলমান

সেনাপতির অন্যথা হয়, তবে বীরজন-জিহ্বা-নিঃসৃত ধ্বনিতে জ্ঞাত করুক যে, 'অল্পকালের মধ্যে "হিন্দু"দিগের সম্মুখীন হইতে 'হইবে'।"—ইতিমধ্যে জনৈক প্রহরী আসিয়া যুবক সেনানীদ্বয়ের নিকট প্রণতভাবে যথাসম্মান প্রদর্শন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সমরজিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"—

প্রহরী উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার মুসলমান সম্রাট্ একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন—যুবরাজদিগের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।"—সমরজিত কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন, অজিতেরও হৃদয়ে কোন প্রকার ভাবনা উদয় হইল—কি চিন্তা আসিল, কি ভাবনা উপস্থিত হইল, তাঁহা অনমুমেয়—দুর্ভেদ্য;—কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যেই সে ভাবনা অপসারিত হইল—উভয়েই বলিলেন, "রাত্রিকালে দূত?"—"যাহা হ'ক, এখানে আসিতে বল।"

"যথাজ্ঞা মহারাজ"—বলিয়া প্রহরী পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

স। "ভ্রাতঃ! রাত্রিকালে বিজাতীয়দিগের দূত উপস্থিত—ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারি না;—তুমি কি বিবেচনা কর?"

অ। "বোধ হয় কোন দুরভিসন্ধি আছে।"

স। "গুপ্তচর হইলেও হইতে পারে, যবনদিগের তুলনা-বিহীন চাতুরী"———

সমরজিতের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই উনবিংশ দলাধিনায়ক "রণবল" আরাঙ্গেবের দূতকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যুবক সেনানীদ্বয় সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন।

রণবল যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক তাহাই করিলেন,—দূতও তদ্দর্শনে সেইরূপই আচরণ করিলেন।

দেখিলে বোধ হয়, যিনি দৌত্যকার্য্যের ভার লইয়াছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট, যুগ্ম ভ্রূ, আকর্ণ লোচন, বিশাল বক্ষ, সুদীর্ঘ বাহুদ্বয়, এবং অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌম্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলে তিনি এক জন বীর বলিয়া পরিগণিত হন।............................ ....
সমরজিতের বিশাল নয়ন-দৃষ্টি দূতপ্রবরের প্রতি প্রসারিত হইল—(যেন দুইটি প্রদীপ্ত নক্ষত্রোপরি অন্য দুইটি প্রভাময় তারকার জ্যোতি প্রতিভাত হইল।) তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে এখানে কি প্রয়োজনে আসা হইয়াছে?"

দূ। "কত দূর স্বাধীনতার সহিত বলিবার প্রথা আছে?"

স। "নিঃশঙ্ক চিত্তে—যত দূর স্বেচ্ছা।"

কুমার অজিত এতাবৎ কালাবধি করতলে কপোল বিন্যাস করিয়াছিলেন, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন "যাহা মনে করিতেছেন, হিন্দুদিগের নিকট তাহা কেহ কোন কালে আশা করেন নাই। আর অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, ক্ষত্রিয়েরা অন্যান্য জাতির ন্যায় কখনই কোন অন্যায়াচরণে দূষিত নহে—এতাবৎ কালাবধি কোন সদ্বোদ্ধাই কলঙ্কারোপণ করিতে যথার্থ রূপে সক্ষম হন নাই।"

দূতবর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন—কিন্তু সে লজ্জা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল, তিনি বলিলেন "তবে আমি প্রস্তাবিত বিষয় ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করি।"

স, অ। "যদৃচ্ছা ক্রমে।"

দূ। "আমাদিগের মহা সম্রাট যে অভিপ্রায়ে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ হয়, অধিক পরিমাণে আপনারা বিদিত আছেন।"

স। "কিছুই না।"

দূ। "পূর্ব্বে ত সে বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল।"

স। "তাহা হইলে স্মরণ থাকিত।"

অ। "ক্ষত্রিয়দিগের স্মরণশক্তি অতিশয় প্রখর;—বিশেষতঃ অবমাননা বিষয়ে।"

দূ।—"আরাঞ্জেব বলিয়াছেন, 'হিন্দুদিগের উপর যে সকল রাজস্ব নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কেহ কোন রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না.—আর'———"

স। "আর কি?

দূ। "আর মহারাণা যশবন্ত সিংহও কোন কোন রাজস্বের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত কুশল সংরক্ষণার্থে তৎসমূহ সম্যক্ রূপে প্রদান করিবেন। সকল ভার এক্ষণে আপনাদেরই উপর নিহিত—অতএব কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব স্বীকার করিলে চারিদিকে সামঞ্জস্য হয়;—আর অল্প পরিমাণে লাঘব স্বীকার করিলেইবা বিশেষ অবমাননা কি? অনেকানেক প্রধান প্রধান হিন্দু রাজগণ ত এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন।"

স। "আরাঞ্জেবের অভিলাষ কি কখন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে জানে না? শুনিয়াছি অনন্ত-গভীর সাগর-গর্ত্তও সময়ানুসারে পূর্ণ হয়—কিন্তু আরাঞ্জেবের উদর তদপেক্ষাও গভীরতর,—অভিলাষ হিমালয়াপেক্ষাও উচ্চতর,—আকাঙ্ক্ষা সিন্ধুনদাপেক্ষাও অধিকতর দীর্ঘ!! লাঘব স্বীকার করিতে বলেন,—আরও লাঘব!! যাহা কখন আমরা নাম মাত্র শুনি নাই, যে শব্দের নিমিত্ত অভিধানান্বেষণের যত্ন বিফল হইত, তাহা এক্ষণে আমরা মুসলমানদের নিকট অভ্যাস করিয়াছি;—আরও বলি, লাঘব স্বীকারে কোন্ হিন্দুকুল অবমাননা বোধ না করে?—কোন্ হিন্দুকুলের নিকট লাঘব-কথা ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়?"

দূ। "ততদূর প্রখর ক্রোধ থাকিলে সহস্র স্থানে স্বরূপতঃ তাহা ঘটিত না!!"

অ। "আপনি যাহাদের বিষয় বলিতেছেন, বোধ হয়, তাহাদের শিরায় বিন্দুমাত্র ক্ষত্রশোণিত চলাচল করে না।

দূ। "আমি রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ করিতে আসি নাই, অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি—সম্মত হইলে, আপনাদেরই মঙ্গল হইত;—আজি কালি যে নিমিত্ত উন্মনায়মান হইয়াছেন, তদ্বিষয়েও সুবিধা হইত। অসম্মত হন, ফল ভোগ করিবেন, আরাঞ্জেবের নিকট বুঝিবেন।"

সমরজিতের আরক্তবর্ণ নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন,—অজিত দন্তদ্বারা অবিরত অধর দংশন করিতে লাগিলেন,—রণবলের মুখমণ্ডল রক্তাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ ধারণ করিল;—কুমার অজিত বীবনাদে গভীর নৈশ-বায়ুপূর্ণ গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর না, যথেষ্ট হইয়াছে;—দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আমরা কখন অশিষ্টাচরণ করি না, সেই জন্য অদ্য শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলাম না, যার পর নাই মনে ক্ষোভ রহিল। ক্ষত্রিয়েরা, মুসলমানদিগের মত শৃগালের ধূর্ত্ততা জানে না,—ব্যাঘ্রের নৃশংসতা তাহাদের অন্তরের বহির্ভূত,—সর্পের ক্রূরত্ব হৃদয়ে স্থান পায় না;—আর পরিচয় দিতে হইবে না, আমরা ক্রূরমতি আরাঞ্জেবের অনুগ্রহপ্রার্থী নহি, কোন বিষয়ে সুবিধা চাহি না—অশিব আরাঞ্জেবের নিকট মঙ্গল যাচ্ঞা করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কোন বিষয়ে সুবিধা অন্বেষণ করিতে হইলে স্বীয় ভুজবলের আশ্রয় গ্রহণ করিব; অমঙ্গল যতদূর হইতে পারে হ'ক, তাহাতে আমরা কাতর নহি। পাপিষ্ঠ আরাঞ্জেবের দোহাই দিলে আমরা হৃদয়ে ভয়কে স্থান দিইনা—তাঁহার দ্বারা যতদূর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহাই হ'ক।"

দূ। "আপনি অত উতলা হইবেন না; আরাঞ্জেবের প্রতিহিংসাভাগী হইলে"—

অ। "স্থির হও, স্থির হও, অধিকতর হইলে অবমাননার প্রতিশোধ দিতে বাধ্য হইতে হইবে"—যাও, দূতবর তুমি নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, বৃদ্ধ আরাঞ্জেবকে জ্ঞাত কর যে, মহাত্মা রাণা যশবন্তবংশীয়েরা অযোগ্য শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না—ধর্ম-বিদ্বেষ্টার নিকট লাঘব স্বীকার করে না—অত্যাচারীর উৎপীড়নে সাহায্য প্রদান করিতে বিমুখ। তিনি যতদুর পারেন, করুন,—আমাদেরও আশা বৃদ্ধ আরাঞ্জেবকে এক বার ক্ষত্রিয়-ভুজবলের পরীক্ষা দিব, সূর্য্য-কুলোদ্ভূতদিগের সম্মুখ-সমর-নৈপুণ্য প্রত্যক্ষীভূত করাইব,"————

সমরজিত বলিলেন, "আরো শুন, তুমি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, এমন কি ক্ষুদ্র পক্ষী, পিপীলিকাকে পর্য্যন্তও এই বার্ত্তা জ্ঞাত করিও। সকলে একত্রে সম্মিলিত ও প্রস্তুত হইয়া আসুক। আমরা চৌর্য্য বৃত্তিদ্বারা শত্রুর অনিষ্ট সাধন করি না।" এই বলিয়া "সেনানীদ্বয়" গাত্রোত্থান করিলেন এবং হিমাংশু-রশ্মি-স্নিগ্ধীকৃত অতি-মসৃণ-শুভ্র-প্রস্তর-বিস্তৃত প্রশস্ত বারাণ্ডাভিমুখে গমন করিলেন। রণবল পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। দূতশ্রেষ্ঠ বলিলেন, "আর একবার দর্শন লাভের প্রত্যাশা করি।" "সেনানীদ্বয়" উত্তর করিলেন, "সমরক্ষেত্রে"————দূতপ্রধান সুতরাং বিদায় লইলেন। কুমার অজিত, সমরজিত এবং রণবল বারাণ্ডায় হিমকর-শীতল-কিরণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে নিশানাথ সম্পূর্ণ সাজে ভূষিত হইয়া কুমুদিনীর সমাদর-পিপাসু হইয়া উঠিলেন—হ্রদে, দির্ঘিকায়, ঝিলে, সরোবরে, উৎকণ্ঠা সহকারে তত্ত্ব লইয়া দেখিলেন, প্রণয়িনী আবরণোন্মোচন করিয়া—দেড় প্রহরের হাসি হাসিতেছে—অপরিমিত রূপে হাসিতেছে, এবং কোমল দেহোপরি অমৃতময় হিমাংশু-কর গ্রহণ করিয়া কোমলে ও সুধাময়ে সম্মিলনের অভিনব দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সন্ধ্যা-তারকা নভোমণ্ডলের অর্দ্ধ-

পথাতিক্রম করিয়াছে—এবং কুমুদিনীর আবাসের পার্শ্বে সহস্র সহস্র জ্যোতির্বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন প্রতিহিংসার চেষ্টা করিতেছে অথবা তারাপতির প্রতি অভিমান করিয়া নির্ম্মল নীরে লুকাইবার প্রয়াস পাইতেছে,—কিন্তু সে প্রয়াস বৃথা—সে ছটা লুকাইবার নহে। চন্দ্রসখা সৌহার্দ্দের ঔৎকর্ষা দেখাইবার নিমিত্ত বন, উপবন, পর্ব্বত, উদ্যান ইত্যাদি নানা স্থান হইতে সুখসেব্য সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল। চান্দ্রপ্রদেশ—নাক্ষত্রিক জগৎ সম্পূর্ণ নির্ম্মল; কোথাও কোন ক্ষুদ্র চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না।

সমরজিত কুমারকে সম্বোধন করিয়া শান্তভাবে বলিলেন,"ভ্রাতঃ! শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইতেছে।" কুমার অজিত উত্তর করিলেন, "তাহা আশ্চর্য্য নহে—বিশেষতঃ শরীর ও মনের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, একটি বিকৃত হইলে অপরটিও বিকৃত হয়।"

স। "কিন্তু শারীরিক ও মানসিক কষ্টে আমরা অনেক দিন হইতে অভ্যস্ত হইয়াছি।"

অ। "যবনেরাই এ মন্ত্রের দীক্ষাকর্ত্তা।"

স। "দেখ রণবলও এখানে উপস্থিত; আমার ইচ্ছা অদ্য রাত্রেই রণবলের অধীনস্থ সৈন্যদল পর্য্যবেক্ষণ করি—পরে কল্য হইতে অন্যান্য সমস্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

অ। "আমারও অভিপ্রায় অবিকল ঐরূপ; সময় এরূপ গুরুতর হইয়াছে যে, তাহার এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়।—কল্য পুনর্ব্বার একজন দক্ষ পুরুষসহ কতকগুলি সৈন্য 'তদ্বিষয়ের' অন্বেষণে প্রেরণ করিতে হইবে—ইতি মধ্যে যাহা হয়, দেখা যা'ক।"

স। "এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নৈরাশ্যই পদে পদে মনের ভার বৃদ্ধি করিতেছে,—(বলিতে বলিতে সমরজিতের মুখমণ্ডল প্রগাঢ় মলিনতায় আচ্ছন্ন

হইল,) কোন স্থান হইতে কেহই কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইল না, যাহা হ'ক, উপস্থিত সে বিষয়ের পুনরুক্তির আবশ্যকতা নাই। যে মহান্ উদ্দেশ্যে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই চরম-সীমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিতে হইবে।"

অ। "মনুষ্যের নিয়তি অনুসারেই সকল ব্যাপার নির্দ্ধার্য্য হয়,—সুখ দুঃখ, সম্পদ্, বিপদ্, সকলই নিয়তির অনুগামী। নৈরাশ্যও নিয়তি-প্রসূত ফলস্বরূপ। মনুষ্য-জীবনে নৈরাশ্যেব ভয়প্রদ বিকৃত তাড়না আপাততঃ বিড়ম্বনাব্যঞ্জক হইলেও মঙ্গলময়। আমরা নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে স্বরূপতঃ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; 'বহুদর্শিতা' ও 'জ্ঞান' এই দুই শব্দের পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে।......................................

অতএব নৈরাশ্য স্বাভাবিক—স্বাভাবিক ভিন্ন মঙ্গলময় হইতে পারে না। বিজ্ঞতা আপনার মনের উপকরণ। হৃদয়োৎপীড়নকারী চিন্তাকে স্থান দিবেন না। একবার নিরাশ হইলে দ্বিতীয়বারে সুসিদ্ধ হইতে পারে,—তাহাতেও না হয় তৃতীয়বার হইবেই হইবে————"

কুমার কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্থির হইলেন, পরে রণবলের প্রতি নয়ন প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "রণবল তুমি ভ্রাতৃস্বরূপ, তোমার বাহুবলও সকলের পরীক্ষিত। তুমি সকলই বিদিত আছ। আমরা অবমাননার প্রতিশোধার্থে যে উপায় অবলম্বন করিতেছি, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছ,—অতএব তুমি কল্য হইতে সমর্পিত কার্য্য সকল যথাযথ-রূপে স্থির করিও"—এই বলিয়া যুবক-সেনানীদ্বয় যথাস্থানে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। রণবল কৃতাঞ্জলিপুটে "যথানুজ্ঞা স্বামিন্" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টম কল্প।

"This is the state of man—To-day he puts forth
The tender leaves of hope, to-morrow blossoms,
And bears his blushing honors thick upon him.
The third day, comes a frost, a killing frost,
And,—when he thinks, good easy man, full surely
His greatness is a ripening, nips his root
And then he falls."——*Shakespeare.*

"All partial evils are universal good."——*Pope.*

"পীড়িত" ;—"উৎপীড়িতা।"

পাঠক মহাশয়! অনেক দিবস হইল, আমরা মোহনলালের কোন সংবাদ লইতে পারি নাই; অবসরাভাবে বা সুবিধার ব্যত্যয়ক্রমে আমরা পীড়িত ব্যক্তির কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই; অতএব সেই জন্য যে ত্রুটি প্রকাশ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; আশা করি, পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষা প্রদান করিতে বিরত হইবেন না।

মোহনলালের সবিশেষ সংবাদ দিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্য আপনার নিকট দ্বিতীয় বার ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হইলাম।

হরিহরের বাটী বিষাদপূর্ণ ! গৃহলক্ষ্মী পারিজাত নাই, নিরুপমা ভগ্নী-শোকে কাতরা ! মোহনলাল রুগ্ন-শয্যায় শয়িত, (হরিহরের অন্তঃপুরের কিঞ্চিদন্তরে একটি দ্বিতল-বিশিষ্ট সুরম্য অট্টালিকা ছিল,—যে স্থানে উক্ত অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান অতিশয় মনোরম্য ও চিত্ত-সুখকর ছিল;—মোহনলাল কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সেই অট্টালিকাতেই প্রায় থাকিতেন।) হরলালও পীড়িত ; মস্তিষ্ক ক্রিয়াশূন্য ;—যে মস্তিষ্ক গভীর ধীশক্তির আধার বলিয়া পরিগণিত ছিল,—অধুনা সেই মস্তিষ্ক ক্রিয়াশূন্য !!—হরিহর ও প্রেমময়ী অশ্রুধারাই সার করিয়াছেন,..
(আহা ! যাঁহাদিগের চিত্তে অপত্য-স্নেহ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন, এরূপ ঘোর সমস্যা-জনক বিপদ্ সময়ে হৃদয় কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়) ! বাটীতে নবগ্রহের সমাগম হইযাছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবী শতধা হইয়াছে। ঘোর বিপদ্ !!———হা বিধাতঃ ! হরিহরের প্রতি দুর্ভাগ্য এরূপ ভয়ানক মর্ম্মভেদী অত্যাচারের তীক্ষ্ণশর-ক্ষেপ করিতেছে কেন ? তিনি ত কখন কাহারও প্রতি উচ্চবাক্যও প্রয়োগ করেন নাই। কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই !———হরিহর ! স্থির হও,—প্রেমময়ি ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর ; ধর্ম্মের জয়লাভ হইবেই হইবে। অধর্ম্ম কত দিন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ? কত দিন অধর্ম্মের ক্ষমতার প্রাবল্য থাকে ?...

আজি যে অত্যাচার বিদ্রূপ সহকারে মনুষ্যের প্রতি তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, দুই দিবস পরে সেই কটাক্ষ হইতে অমৃতময় ফলোৎপন্ন হইবে। অদ্য যাহা কালকূট গরলাধার বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়, কল্য তাহা প্রাণ-সুশীতলকারী অমৃত প্রসব করে !!..............................

আজি যে মহামান্য অগ্রগণ্য সিরাজ-উদ্দৌলা অট্টালিকায় বিলাস ভবনে পারিষদবর্গ-বেষ্টিত হইয়া মুক্তা-মরকত-খচিত মণিমাণিক্য-দীপ্তি-প্রজ্জলিত

সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অনুচরদিগকে বিলাসোপযোগী নব নব রত্ন সংগ্রহ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছেন,—(অনুচরবর্গও আজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনিমেষ-লোচনে করপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,)—পার্শ্বদেশে অপ্সরসদৃশ-অসামান্য-কমনীয়-কান্তি-শোভিত-কামিনী-গণ অতি-রমণীয় নয়ন-প্রীতিকর চিত্ততৃপ্তিপ্রদ পরিচ্ছদ ও হীরকমণি-চুণি-প্রভৃতি-রত্নরাজিপ্রভ অমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মৃণাল-কোমল-করধৃত-তুষারকণাসদৃশ-শুভ্রাভ-সুদৃশ্য-চমরিকাপুচ্ছ-গুচ্ছ মৃদু মৃদু ভাবে ঢুলাইতেছে,—প্রফুল্ল-কমল-দল-সদৃশ নয়নপ্রান্ত হইতে আযাস-শিক্ষিত, চাতুরীপূর্ণ ঈষদ্বঙ্কিম ভূরি ভূরি কটাক্ষ শর হৃদয়ের প্রত্যেক বন্ধ্র ভেদ করিতেছে,—কল্য তাঁহার কি দশা উপস্থিত!—বিষম ভয়াবহ দুর্দ্দৈব করাল দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া পার্থিব সুখোৎকর্ষের মূলে দংশন করিল!! প্রলয়-বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে—ভীমনাদে প্রশান্ত-সাগর-বক্ষে পর্ব্বতসমোচ্চ মহান্ উর্ম্মি উত্থিত করিয়া তরঙ্গ-কল্লোলে মেদিনীকে সঘনে বিকম্পিত করতঃ অত্যুচ্চ-শৃঙ্গধারী ধরিত্রী-ধরবরকে অবনত করিল,—বহুব্যয়-সাধিত যত্ন-পালিত আপাততঃ সুমধুর-ফল-প্রদায়ক বিলাস বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিল!!

*   *   *   *   *   *   *   *

হে নশ্বর! তুমি যে ঐশ্বর্য্য মদে উন্মত্ত হইয়া পার্থিব সুখকেই সার করিয়াছ,—বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া মাৎসর্য্য মাত্র হৃদয়ের আধার করিয়াছ,—এক বার কি ভাবিলে না, পার্থিব বস্তু কেবল মাত্র ক্ষণ-স্থায়ী!! একবারও হৃদয়ে মানিতেছ না যে কালের দুর্ভেদ্য পাশ হইতে কেহ কখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই! ভাবিয়া দেখ,—প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবীর সকল বস্তুই ক্ষণ-স্থায়ী;—আজি যে অতুল অমল কান্তি-শোভিত গোলাপ-পুষ্প হিমাংশুকিরণে প্রতিভাত হইয়া বিমল-দ্যুতি বহির্গত করতঃ চারিদিকে সৌরভ ছড়াইয়া হৃদয়কে আনন্দ-রসে পরিপূরিত করিতেছে,

কল্য তাহার অভ্যন্তরীণ প্রত্যেক রন্ধ্রে কীটক প্রবেশ করিয়া গ্রন্থি-মাত্র সার করে !! অদ্য মোহ নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছ, কিন্তু নিদ্রাবসানে চারিদিক্ অন্ধকার!—মোহ অপসারিত হইলে দেখিবে, চতুর্দ্দিক্ দুর্ভেদ্য নিবিড় তমসাচ্ছন্ন !!!.. হরিহর! ধর্ম্ম তোমার সহায়,—বিজ্ঞতা তোমার সহচর; স্বর্গীয় সহায় ঐশ্বরিক সহচর লইয়া পার্থিব ভাবনার ক্রীতদাস হইবে? তোমার চক্ষে কি ক্রন্দন শোভা পায়? ঈশ্বর তোমাকে ক্রন্দন করিতে ত সৃষ্টি করেন নাই! অপরের নয়ন জল মুছাইবার নিমিত্তই বিধাতা তোমাকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, বিশ্বাসকে অগ্রবর্ত্তী কর,—আজিকার 'ক্রন্দন' কল্য সুধাময় 'হাসা'রূপে পরিণত হইবে !! * * *

* * * * * * * *

মোহনলাল শয্যাশায়ী; সৌধ অট্টালিকার একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে মোহনলাল রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—একাকী শয়ন করিয়া আছেন। উরুদেশে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইবার এক সপ্তাহ পরে দেখিলে যেরূপ নিরাশ হইতে হইত, এক্ষণে সেরূপ নহে। শারীরিক পীড়া অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে—মুখশ্রী নূতনত্ব ধারণ করিয়াছে, সত্বর আরোগ্য লাভের আশা প্রভূত পরিমাণে উদিতা হইয়াছে, (কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী দৌর্ব্বল্য বশতঃ এ পর্য্যন্ত শয্যায় শয়িত;) বস্তুতঃ এক্ষণে মোহন-লালের কলেবর দেখিলে বোধ হয়, দৌর্ব্বল্য শীঘ্রই অপনীত হইবে;—তবে যে আমরা বলিতেছি, তিনি রুগ্ন-শয্যায় শয়িত, তাহার কারণ এই, তিনি এপর্য্যন্ত সম্যক্-রূপে সুস্থ হইতে পারেন নাই। মোহনলাল পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতেছেন;—কখন কোন গ্রন্থ লইয়া ক্ষণেক কালের নিমিত্ত পড়িলেন, বৈরক্তি উদয় হইল,—পুস্তক যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন,—গবাক্ষ দ্বারে নয়ন প্রসারিত করিলেন,—নীলবর্ণ আকাশ

দেখিলেন, বৃক্ষ দেখিলেন, লতা দেখিলেন, সুন্দর বিহঙ্গকুল শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতেছে দেখিলেন,—মৃদু সমীরণ লতাসনে—পত্রসনে মধুরে ক্রীড়া করিতেছে দেখিলেন;—আবার নয়ন ফিরাইলেন,—প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন;—সে দৃষ্টি দ্বারদেশপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল,—একটি অপূর্ব্ব-রমণীয়া যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি,—মুহূর্ত্তমধ্যে বিজলিছটাবৎ অন্তর্হিতা হইল—আবার সেই প্রতিমূর্ত্তি,—ঈষৎ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন;—দ্বারের অন্তরাল হইতে মধুর কামিনীকণ্ঠ-নিঃসৃত হইল "চিরকাল কি লজ্জা তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে,———তবে এরূপ ব্রতে দীক্ষিতা হ'লে কেন?—নিরবধি ক্রন্দন ক'রে চক্ষু ভাসাইলে কেন?—যেজন্য তত উতলা হ'য়েছিলে,"—মৃদুমধুর ঈষদ্ধাস্যই যুবতীর উত্তর স্বরূপ হইল, তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন,—মরাল-গঞ্জিত-গমনে অগ্রসর হইলেন,—পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, পুনর্ব্বার দ্বারদেশে প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টানুসন্ধান করিলেন,—কিন্তু সেবারে সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক হইল না, মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, দ্বারের অন্তরাল শূন্য, যিনি তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তিনি তথায় নাই। এরূপ সময়ে যুবতীর মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অনুমানেই উপলব্ধি হইতে পারে; তিনি অগ্রসর হইতে চাহিলেন, লজ্জা আসিয়া পথরোধ করিল—পশ্চাদ্‌গমন করিতে চাহিলেন, 'মহামন্ত্র' তাহা নিবারণ করিল।—যুবতীর মস্তক ঘূরিল—প্রকোষ্ঠ ঘূর্ণিত হইল—সমস্ত পৃথিবী ঘূর্ণিত হইল,—কি করিয়াই বা পর্য্যঙ্কশায়ী যুবকের নিকটবর্ত্তিনী হন,—কি বলিয়াই বা তাঁহাকে সম্বোধন করেন!—আর যদি সম্বোধন করিলেও যুবক কোন প্রত্যুত্তর না দেন,—তাহা হইলে ত যুবতীর মস্তক চিরকাল ঘূরিবে, সমস্ত জগৎ চিরকাল ঘূর্ণিত হইবে; আবার ভাবিলেন, ক্ষত্রকুলতিলক কি আমাকে কখন দেখেন নাই,—দেখিয়াছেন কিন্তু স্মরণ নাই, 'এ বিষয়ে' পুরুষদিগের স্মরণ-

শক্তি অতি শোচনীয়া ;—আমি যতবার উঁহাকে দেখিয়াছি, উনিও ত আমাকে ততবার দেখিয়াছেন, কিন্তু আমি ত ভুলিতে পারি নাই,—সকল সময়ে সকল অবস্থায় ঐ প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে পূজা ক'রেছি ;—আহা আমি যেমন ঐ প্রতিমূর্ত্তির জন্য কাতরা, উনি যদি আমার নিমিত্ত সেই রূপ কাতর হই-তেন !!—মোহনলাল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কামিনীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া-ছিলেন, বোধ হয়, নয়নের তৃষা মিটাইতেছিলেন,—হৃদয়ে পরিতৃপ্তি প্রদান করিতেছিলেন,—তিনি যুবতীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শয্যা হইতে উঠি-লেন। পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন ;—কি করিবেন—সম্মুখস্থা যুবতীকে কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ত ঘোর পীড়ায় অভিভূত হইয়া এই স্বর্ণলতাকে দেখিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া-ছিলেন,—রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া দেখিয়াছিলেন,—কাঁদাইয়াছিলেন, নিজেও কাঁদিয়াছিলেন ; এই অমৃত যষ্টি তাঁহার জপমালা স্বরূপ হইয়াছিল ; এক্ষণে কি তিনি পরিচিতাকে অপরিচিতা ভাবিতেছেন—অথবা সম্মুখে দেখিয়া অনাদর প্রকাশ করিতেছেন ! মোহনলালের নিকট যে 'নাম মাত্র' অতুল আদরের বস্তু ছিল, এক্ষণে তাহা স্বরূপতঃ সম্মুখে দেখিয়া তিনি অনাদর করিতেছেন, ইহাই বা কি রূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? মোহনলালের হৃদয় কি ভ্রমজাল জড়িত হইল,—তাঁহার হৃদয়ে ত ভ্রম সম্ভবে না—বিশেষতঃ সুস্থাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে ভ্রম ত সম্ভবে না,—মোহনলাল ভাবিতে বসিলেন—প্রগাঢ় ভাবনা তাঁহার চিত্তের শূন্যতা পূরণ করিল,—তিনি সে ভাবনাকে অধিকক্ষণ হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে দিলেন না —তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা চিত্রার্পিতবৎ-দণ্ডায়মানা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সরলতা-প্রতিমে ! তুমি কি নিমিত্ত কোমল দেহকে কষ্ট প্রদান করিতেছ ?"—যুবতীর নিকট এই কয়েকটি কথা কর্কশ বলিয়া বোধ হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন,—মুক্তাকণাবৎ অশ্রু বিন্দু

তাঁহার পদ নখ স্পর্শ করিল;—তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে বসিয়া পড়িলেন,—বহিঃস্থ দক্ষিণানিল গবাক্ষদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিল,—কৌতুকে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনোন্মোচন করিল;—মোহনলালের হৃদয়রত্ন তরঙ্গিণী নয়নজলে অভিষিক্তা; মোহনলাল উঠিলেন—পর্য্যঙ্ক হইতে সত্বর উঠিলেন, স্নেহ-মিশ্রিত উৎকণ্ঠা সহকারে বলিলেন, "তরঙ্গিণি! তরঙ্গিণি! তরঙ্গিণি!"—উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন,—মোহনলাল কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন,—মৃদুস্বরে বলিলেন, তরঙ্গিণি! কেঁদো না—আমারে কাঁদাইও না—অনেক কাঁদিয়াছ—অনেক কাঁদাইয়াছ"—(বলিতে বলিতে তিনি যুবতীর অশ্রুজল মুছাইতে যত্নবান্ হইলেন,)—"আমি পাষাণ, এ রূঢ় ব্যবহার তুমি কি ভুলিবে—তুমি কি আমাকে ক্ষমা"—বীর পুরুষেরও নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল,—ক্ষণেকের নিমিত্ত বাক্য রোধ হইল,—তরঙ্গিণী কথা কহিতে উদ্যতা হইলেন, প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হইল—দ্বিতীয় বারও তদ্রূপ হইল—তৃতীয় বার ভগ্ন-মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপনাদের নিয়মানুসারে স্থানান্তরিত হইলেও মনান্তরিত হয়? অব [illegible]দের"—মোহনলাল অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "তরঙ্গিণি! আর লজ্জিত ক'রো না—তুমি জীবনের আধার—গভীর পীড়ায় অভিভূত হ'য়ে যখন জীবনের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেম—তখন তোমার অবিরত অশ্রু-সিক্ত মুখও দেখে শান্তি লাভ ক'রেছি—আমার হৃদয় বস্তুতই প্রস্তরস্বরূপ—নচেৎ চক্ষের জলেও কিঞ্চিৎপরিমাণে গলিত,—তরঙ্গিণি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর;"—

ত। "আমাদের অন্তরে ক্ষমা বাস করে না।"—

মো। "যেরূপ প্রতিবিধান কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই কর।"

ত। "চক্ষুজলে আপনার পদ-যুগল ভাসাইব, ইহাই যথার্থ প্রতিবিধান।"

মোহনলাল তরঙ্গিণীর মৃণাল-কোমল হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন—পর্য্যঙ্কোপরি বসাইলেন।—তরঙ্গিণী বলিলেন, "আপনি দুর্ব্বলশরীরে অনেকক্ষণ"———

মো। "তুমি আমাকে আপনি ব'লে সম্বোধন করো না, তোমার মুখ হ'তে ও কথা শ্রুতি-সুখকর ব'লে বোধ হয় না।"———

তরঙ্গিণী সহসা চক্ষু ফিরাইলেন,—দেখিলেন বিনোদিনী দ্বারের অন্তরাল মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িতা—মোহিনী তৎপশ্চাদ্বর্ত্তিনী। তরঙ্গিণী হাসিলেন,—মধুর হাসি হাসিলেন;—সে হাসি ক্ষণপ্রভ বিদ্যুতের ন্যায় মুখমণ্ডলে একবার মাত্র ক্রীড়া করিয়া অপসৃত হইল;—তিনি উঠিলেন, বোধ হয় লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে উঠাইল;—মোহিনীকে দেখিয়া কি তিনি লজ্জিতা হইলেন? মোহিনীকে ত তিনি অন্তরের সুহৃদ্ বলিয়া মানিতেন;—তবে কি বিনোদিনীকে দেখিয়া তাঁহার লজ্জাবোধ হইল? বিনোদিনী ত তাঁহার প্রাণের ভগিনী; যে দিন তরঙ্গিণী ও বিনোদিনী তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বস্থিত দূর্ব্বাদল পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন—যে দিন তরঙ্গিণী মঞ্চস্থিত লতাচয় হইতে কুসুমোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিতেছিলেন, যে দিন ত তরঙ্গিণী 'এ সম্বন্ধে' বিনোদিনীকে প্রাণ ভরিয়া,—মন খুলিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন,—..................
তবে এখন বিনোদিনীর নিকট লজ্জা!..................................
বোধ হয় এরূপ সময়ে—এরূপ অবস্থায় লজ্জা স্বকীয় প্রাবল্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়,—তরঙ্গিণী পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিলেন,—বিনোদিনী এবং মোহিনীর দিকে ধীরে ধীরে দুই চারি পদ প্রতিগমন করিলেন,—বিনোদিনী মৃদুপরিমিত হাস্যাস্যে বলিলেন "দিদি! তুমি উঠিলে কেন, তুমি কি উৎপীড়িতা?"—"ভগিনি! কিসে অন্যথা বুঝিলে" তরঙ্গিণী এই কয়েকটি কথা ঈষদ্ধাস্যের সহিত উত্তর করিলেন।

বি। "প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি।"

ত। "প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে ?"—

বি। "পীড়িতের বায়ু গায়ে লাগ্‌লে কি উৎপীড়িতা হ'তে হয় ?"—তরঙ্গিণী ক্রমশঃ মোহিনী ও বিনোদিনীর নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। তিনি বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এত রহস্য-প্রিয় হ'লে কত দিন ?"—

বি। "যত দিন তোমার কাছে আছি"—"বিশেষতঃ আজ কা'ল"!—

মো। "তবে তুমি শিক্ষালাভ ক'র্‌লে ?"

বি। "শিক্ষালাভ ত আমার পক্ষে নূতন নয়",—বিনোদিনী—তরঙ্গিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি। তুমি এক বার কাঁদ্‌লে—আবার হাস্‌লে, আবার কাঁদ্‌লে আবার হাস্‌লে,—একবার উঠ্‌লে—আবার"—তরঙ্গিণী ব্যগ্রতা সহকারে উত্তর করিলেন, "বিনোদ! আর জ্বালাইও না।"—

বি। "এ কি তোমাকে জ্বালা দেওয়া হ'চ্ছে—দিদি তোমার মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই ত ?"———

ত। "তোমারও হাসি কান্নার সময় নিকটবর্ত্তী।"

বি। "আমি ত জীবনের মধ্যে কখন কাঁদি নাই।"

ত। "বিনোদ তুমি কেঁদেছ—অনেক বার কেঁদেছ,—যে দিন হরলালের চক্ষুতে তোমার চক্ষু মিশিয়াছিল—যখন সে স্থান হইতে বিদায় লইলে,—সেই দিন সেই সময় কেঁদেছ—যে দিন হরলালের সংবাদ প্রাপ্ত হবার নিমিত্ত অস্থির হ'য়েছিলে, সেই দিন কেঁদেছ—বিনোদ তুমি অনেক কেঁদেছ,—তুমি যে আমার কাছে আজব হয়ে এলে।" লজ্জা আসিয়া ঈষৎ পরিমাণে বিনোদিনীর প্রফুল্ল-হাস্যময় মুখমণ্ডলে মলিনতা সম্পাদন করিল, কিন্তু সে মলিনতা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না, বিনোদিনী পূর্ব্ববৎ রহস্যমাখা সরলতাময় স্বরে বলিলেন,—"দিদি! তুমি না আমাকে ব'লেছিলে, পুরুষকে না বুঝে মন দিলেম কি ব'লে ?"

ত। "কেন বিনোদ আমি কি অন্যায় ব'লেছিলেম ?"

বি। "মনে বুঝে দেখ্।"

মো। "বিনোদ! ও সব ব্যাপারে—'বুঝিয়ে দেওয়া' অপেক্ষা পরীক্ষাতে ভাল জানা যায়।"—তরঙ্গিণী মোহিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "দিদি! চল বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বি। "এবার ও কি প্রিয় জনের নিমিত্ত?'—কিন্তু তোমার মন কি কঠিন"——

মোহিনী মধুরহাস্যে ওষ্ঠাধর কাঁপাইলেন—বলিলেন, "এখানে আস্‌বার জন্য তুমি যেরূপ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল, যাবার জন্য সে ভাব প্রকাশ করা তেমনি—কেমন কেমন বোধ হচ্ছে"——

ত। "দিদি আমি কি উৎকণ্ঠিতা হয়েছিলেম"——

মোহিনী এবারে কথা কহিয়া উত্তর দিলেন না, তিনি তরঙ্গিণীর কপোলদেশে সাদরে নিজ হস্ত রাখিলেন, বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে মৃদু-মধুর স্বরে গান ধরিলেন।——

কেন রে অবলা-হৃদে প্রেম-জ্বালা পশিল—
হেরিতে—পরাণ কাঁদে—না হেরিলে পাগল।
মনেতে বাসনা করি, সতত তাহারে হেরি,
অবিরত হৃদে ধরি নিবাইব অনল।
যার লাগি ঝরে আঁখি, তারে না অন্তরে দেখি,
অন্তরে অন্তর থাকি ঢালিবে যে গরল।
কেমনে না দেখে তারে, থাকিব প্রাণেরে ধরে,
ভুলিতে চাহিলে পরে,—উপজয়ে জঞ্জাল॥

সকলেই কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত বাক্‌শূন্যা হইলেন, বোধ হয়, তাঁহারা অতুল-সুধা-মধুরত্ব গরিমা-নাশক সুমধুর স্বর শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন—

পরে তরঙ্গিণী বলিলেন, "আহা এমন সুমিষ্ট স্বর কখনও শুনি নাই,— আমরাই মোহিত হয়েছি—কি ছার অন্যের কথা —তাঁরা ত সহজেই গ'লে যান" বিনোদিনী মৃদুভাবে উত্তর করিলেন—"দিদি! শুন্‌লে?"

ত। "শুন্‌লেম।"

বি। "বুঝ্‌লে?"

ত। "বুঝেছি।"

মো। "তবে আমরা এখন চল্লেম।"

ত। "আমিও সঙ্গে যাব, এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হবার প্রয়োজন কি?"

মো। "তুমি কিছুক্ষণ পরে যেও, বিশেষ কারণ আছে, পরে ব'ল্‌ব"।

তরঙ্গিণী কোন সঠিক—প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি যাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে পারিলেন না, কারণ তাহা হইলে আপনা হইতেই প্রাপ্ত-সুযোগের মূলে কণ্টক রোপণ করা হয়,—এবং 'না'ও বলিতে পারিলেন না, তাহা হইলে স্ত্রীস্বভাবের বৈপরীত্য ঘটে—সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার সমস্যায় পড়িলেন, এক সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়বার নূতনতর সমস্যার পতিত হইলেন, অবশেষে মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ত-বে-তোমা-দের-কথা-অন্যথা-করিব না"—তরঙ্গিণীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মোহিনী ও বিনোদিনী স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। মোহনলাল এই সময় স্থিরভাবে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন,—তিনি উঠিলেন,—তরঙ্গিণীকে বলিলেন, "সরলে! এস, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আমরা কিয়ৎক্ষণ বহির্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সুশীতল দক্ষিণানিল সেবন করি!" "দক্ষিণ দিকের বায়ু আমাকে প্রীতিকর ব'লে বোধ হয় না"—এই কয়েকটি কথা তরঙ্গিণী ঈষদ্ধাস্যের সহিত উত্তর করিলেন,—তরঙ্গিণী মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন, মোহনলাল ও তরঙ্গিণী—উভয়েই প্রকোষ্ঠান্তরে চলিলেন।

নবম কল্প।

What sayest thou envoy?
Such haughty words, my *liege*,
Made b[illegible] to change on very beards,
Plunging into oblivion
The fealtie they owe
Their sovereign lord!—an!

"*He* with all a monarch's pride,
Felt them in *his* bosom glow"—*Modified from Cowper.*

"উত্তেজিত"।

পাঠক! এক্ষণে আমরা দিল্লী-নগরীর সংবাদ (যতদূর আবশ্যক) সংগ্রহ করিবার জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করি। যদি বলেন, যোধপুর ও দিল্লী পরস্পর বহুদূরে সংস্থিত,—তবে আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া এই উত্তর দিতে পারি যে, 'মন যেমন বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর দ্রুতবেগে গমন করে,' লেখকের লেখনীও তদ্রূপ।

দিল্লী নগরীর মহা-মহোন্নত 'রাজা'ট্টালিকার সভাগৃহে মহাসম্রাট্ আরাঙ্গেব পারিষদ-বর্গবেষ্টিত হইয়া অমূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট। সভাগৃহের সম্মুখে ও পার্শ্বে চিত্তাকর্ষণ-সক্ষম নয়ন-রঞ্জনকর বিশুদ্ধ রৌপ্য-নির্ম্মিত স্তম্ভে শৃঙ্খলাক্রমে চিত্রপট-সমূহ সজ্জিত;—ঊর্দ্ধদেশ মহামূল্য মখমল দ্বারা আচ্ছাদিত,—তদুপরি মতি, মুক্তা ও জরির অসংখ্য কারুকার্য্য,—অতুল-

পারিপাট্য-সহকারে রচিত, বোধ হয়, নানাদেশ দেশান্তর হইতে আহূত শিল্পিবরগণ এই স্থানেই সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য সমাহারে প্রদর্শন করিয়াছে। স্থানে স্থানে অতি মনোহর সাটিনের পতাকা দোদুল্যমান, উক্ত পতাকা সকলের প্রান্তভাগ মুক্তাগুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বলিত,—দর্শকবৃন্দ-নয়ন-ঝলসকারী মুক্তাগুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বলিত। সভা-গৃহের নিম্নদেশ অতীব মসৃণ, বহুবিধ-বর্ণ-বিশিষ্ট মার্ব্বেল-প্রস্তর-বিস্তৃত, মধ্যস্থল কিংখাপাবৃত,—তদুপরি সুবর্ণ সিংহাসন—সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে যথাযথোপযুক্ত অমূল্যমণি শোভিত, তদুপরি মহাসম্রাট্—আরাঙ্গেব্ অমাত্য-বর্গ-বেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট। উভয় পার্শ্বে দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত-পদ-বিশিষ্ট সুবর্ণাধারোপরি মহামূল্য-রত্ন-খচিত-সুবর্ণময় কুসুম-দাম সজ্জিত;—তৎপার্শ্ব হইতে হেম-ভুজ-কবলিত স্বর্ণবৃন্ত-বিশিষ্ট চামর মৃদু মৃদু পরিমাণে সঞ্চালিত হইতেছে। অন্য দিকে পরিচারকৈক শিরঃ-শোভ-স্বর্ণচ্ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে,—লম্বমান-শ্মশ্রুধর প্রহরি-বর্গ আবরণোন্মোচিত অসিহস্তে দিল্লীশ্বরের পশ্চাতে দণ্ডায়মান;—মোগল-কুল-চন্দ্র সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট!—নয়নযুগল ও সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম, শ্মশ্রুগুচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলিত; অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন, সকলেই নির্ব্বাক!! আরাঙ্গেব রোহিম খাঁর* প্রতি কটাক্ষ বিস্তার করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে বলিলেন, "বল কি রোহিম! বালকদ্বয়ের মুখ হ'তে এরূপ কথা উচ্চারিত হ'লো! আমি অদ্য পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিতেছি—সকল হিন্দুরাজাই যোড়করে আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে—রাণা যশোবন্ত সিংহের অজাতশ্মশ্রু পুত্র তোমার সমক্ষে আমার বিপরীতে এরূপ অসম্মানসূচক অযোগ্য কথা বলিতে সাহসী হ'লো!!

---

* একজন সেনানী, ইঁহার অতুল সাহস, বীরত্ব ও ধীশক্তি সম্পন্নতা দেখিয়া আরাঙ্গেব ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন।

অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে একেবারেই ভুলিয়া গেল যে, রাণার রাণাত্ব আমারই অনুগ্রহে!!—শৃগাল হইয়া সিংহের প্রতি বিকটমুখভঙ্গি প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'লো না—উঃ পামর! এতদূর স্পর্দ্ধা—এতদূর দাম্ভিকতা!!—রোহিম! তুমি ঐরূপ রুক্ষ বাক্য শুনিয়া অক্ষত-শরীরে প্রত্যাগমন করিলে—এই নিমিত্তই কি আমি তোমাকে সে স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলাম—এই কি তোমার সাহসের পরিচয়—এই কি তোমার বীরত্বের প্রমাণ—এই কি তোমার ধী-শক্তির পরিণাম—উঃ! হৃদয় প্রজ্বলিত হইতেছে,—শত শত জ্বলন্ত অগ্নিশিখা সম্মিলিত হইয়া অন্তর দগ্ধ করিতেছে—আমারই অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া আমারই প্রতি অপমাননা-সূচক বাক্যপ্রয়োগ!!—পতঙ্গ হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের তেজঃ পরীক্ষা করিতে অগ্রসর!!—বীরগণ! প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ হও—সত্বর প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ হও!"—সেনানীগণ কর-পুটে উত্তর করিলেন, "হুজুরের অনুজ্ঞার অপেক্ষা।"—রোহিম খাঁ নত-শিরে যোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন। আরাঞ্জেব রোহিমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, (সেই দৃষ্টি দেখিলে অনেকেরই মনে ভীতি জন্মে) পূর্ব্ববৎ উত্তেজনা-সূচক স্বরে বলিলেন, "রোহিম! তুমি কি প্রার্থনা কর।"

রো। "হুজুর"——

আ। "নির্ভয়ে স্বাধীনতার সহিত অভিলাষ ব্যক্ত কর।"

রো। "আমার সাধ্যানুসারে আমি ত্রুটি করি নাই।"

আরাঞ্জেব এই সময়ে ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং বোধ হইল যেন, সভামণ্ডলীর প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করিলেন,—সভামণ্ডলী বিনীত-ভাবে একবারে বলিলেন, "খোদাবন্দের মেহেরবানীতেই রাণার পুত্রদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে।"—

আরাঞ্জেব রোহিমের প্রতি নয়ন-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,—যেন বোধ হইল, রোহিমকে পুনর্ব্বার বলিবার অনুমতি প্রদান করিলেন,—রোহিম খাঁ পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, "আমি হুজুরের প্রশ্নে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে"—রোহিমের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে আরাঞ্জেব বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে শত সহস্র তিরস্কার করিলেও তাহাদের অপমান বোধ হয় না, কিন্তু তোমাকে একটি মাত্র অযোগ্য কথা বলিলে সকলকেই লজ্জাসাগরে চিরনিমগ্ন হইতে হয়।"

রো। "আমি প্রাণ পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে ত্যাগ করিতে পারিতাম।"

আ। "অন্যথা করিলে কেন ?"

রো। "হুজুরের নিকট সে দিনের সংবাদ কে বহন করিত ?"

আ। "তোমার অস্তিত্ব-বিহীনতা।"

রোহিম খাঁ লজ্জিত হইলেন; আরাঞ্জেব ইঙ্গিত দ্বারা রোহিম খাঁকে উপবেশনের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন "রোহিম! আমি ক্রোধ-পরবশ হইয়া তোমাকে তিরস্কার করিলাম,—তুমি দুঃখিত হইও না,—আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিয়া আসিতেছি।"

রো। "হুজুরের অনুগ্রহে এ দাস চিরপালিত।"—

আরাঞ্জেব সভাসদ্‌বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বীরগণ!—সামরিকগণ! তোমরা কি বিবেচনা কর—আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রজাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করিব না,—ক্ষুদ্র জীবের রক্তে অসি কলঙ্কিত করিব না, কিন্তু যেরূপ দুর্ব্যবহার দেখিতেছি, তাহাতে কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত থাকা যায়।" সেনানায়কগণ এবং অন্যান্য সকলে ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "খোদাবিন্দ, যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য।"

আ। "প্রথম হইতে সপ্তম দল পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে, বোধ হয় সমরজিত, ও অজিতসিংহকে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করাইতে সক্ষম হইবে?"

অধিনায়কগণ উত্তর করিলেন, "হুজুরের আশীর্ব্বাদে, বোধ হয়, অত অধিক সজ্জিত হইবার আবশ্যকতা নাই"—

আরাঞ্জেব সকলের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এবং তথাবিধ প্রয়োজনীয় উদ্যোগের আজ্ঞা প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

দশম কল্প।

"যতন বিহনে কোথা মিলয়ে রতন।"
ভারতচন্দ্র।

কেন দীন, দেখি তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কাঁটা দেখি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ কভু হয় কি মহীতে?"

"উদ্যোগ,—স্বকীয়" "কৃতকার্য্য,—কষ্টে।"

যোধপুর। রাণা যশোবন্ত সিংহের উদ্যান বাটীতে—সমরজিত ও কুমার অজিত সিংহ বিচরণ করিতেছেন, সমরজিত একবার আকাশের প্রতি ঊর্দ্ধদিকে—দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন আকাশ প্রদেশ সম্পূর্ণ রূপ নির্ম্মল—শারদগগনে শরচ্চন্দ্র উদিত হইয়া পৃথিবীতে সুধাবর্ষণ করিতেছে—আবার চক্ষু নামাইলেন, কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! আর অপেক্ষা করা বৃথা—পুনঃ পুনঃ দক্ষ পুরুষ সহ সৈন্য পর্য্যন্ত প্রেরণ করা হইল—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না—কৃত-কার্য্য কি!—ঘুণাক্ষরেও কোন সংবাদ আনিতে সক্ষম হইল না—আমার ইচ্ছা অদ্য রাত্রেই বহির্গত হই।" কুমারের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইল, তিনি বলিলেন, "বিষয়ে" অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় ক্ষেপণ করা হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন

নাই—অন্যান্য সমস্ত বন্দোবস্তই করা হইয়াছে, অতএব আমিও আপনার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি।

স। "আজি কালি যবনেরা বিশেষরূপে আমাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় আছে—অতএব তোমার পক্ষে এক্ষণে যোধপুর ত্যাগকরা পরামর্শ-সিদ্ধ বোধ হয় না।"

অ। "রণবলকেও সমস্ত বুঝাইয়া ভারার্পণ করা হইয়াছে, কোন অনিষ্ট উপস্থিত হইলে রণবল স্বীয় বুদ্ধিনৈপুণ্যে ও বীরত্বে যথেষ্ট রূপ প্রতিবিধান করিতে অপারক হইবে না—আর রণবল যেরূপ বিশ্বাসী তাহা ত আপনার অবিদিত নাই"—

স। "উপস্থিতে যদিও আরাঙ্গেবের পক্ষ হইতে অনিষ্ট শঙ্কা করা অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে"—

অ। "আশা করি রণবল হইতেই—সে'কাঠিন্যে' কোমলত্ব সম্পাদিত হইবে।"

স। "তুমি বৃথা কষ্ট-ভোগ করিবে কেন?—এখনও ত অন্ধকারে অন্বেষণ।"

অজিতের বিকশিত কমল-সম নয়নযুগল বিষণ্ণতার পরিচয় দিল, তিনি মৃদু-স্বরে বলিলেন "আপনি যে কার্য্যে ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত সে কার্য্যে আমি কোন্ কালে বিমুখ—চিরকাল আমি আপনার সুখের আপনার দুঃখের সমভাগী—জ্বলন্ত হুতাশন সম মার্ত্তণ্ডকিরণে, কলেবর বিকম্পী নীহারবর্ষী শীতে, অনাবৃত শরীরে থাকিতে কোন্ সময়ে পরাঙ্মুখ?" সমরজিত কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বলিলেন "ভ্রাতঃ!—তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট কিছুই অভিনব নহে আমি পূর্ব্বাপর সমস্তই জ্ঞাত আছি।—তবে তোমার বাটীতে থাকিলে ভাল হইত, যাহা হ'ক—তুমি যখন একান্ত উৎসুক হইয়াছ, তখন আমার আর কিছু মাত্র আপত্তি নাই।"

অ। "মোহনলালকে—এসময়ে একবার সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।"

স। "আমিও তাহাই বিবেচনা করিতেছিলাম"—

অ। "মোহনলাল এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ হইয়াছেন";—

স। "মোহনলাল আমাদিগের হৃদয়ের সুহৃদ্—মোহনলালের আরোগ্যের জন্য বিশ্বপতি মহাদেবকে সহস্রবার ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে,—মোহনলাল যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা আমরা প্রতিদিবস জানিতে পারিতেছি—এবং আমরাও যে যে পথান্বেষণ করিতেছি ও করিয়াছি তাহা তিনি সর্ব্বদাই জ্ঞাত—হইতেছেন এক্ষণে আমরা স্বয়ং যাহা করিতে উদ্যত হইলাম তাহাও—তাঁহাকে সত্বর জ্ঞাত—করিতে হইবে।" কুমার পার্শ্বস্থ একজন বিশ্বাসী-অনুচরকে মোহনলালের নিকট স্থিরীকৃত বিষয় জ্ঞাত করিতে প্রেরণ করিলেন—এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে 'যুবক সেনানী-দ্বয়' উপযুক্ত অশ্বে আরোহী হইয়া বীর-কর-শোভী—অসি সহায় করতঃ দশ জন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন—.................. ... .

কিঞ্চিদ্দূর আসিয়া দেখিলেন মোহনলালও তদ্রূপ এক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী হইয়া তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যুবক-সেনানীদ্বয় মোহনলালের দর্শন প্রাপ্তে পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং যুবক ত্রয়েই নয়ন-বারি বিগলিত করিতে লাগিলেন। মোহনলাল বলিলেন "এখনও রাত্র অধিক হয় নাই, অতএব কিঞ্চিদন্তরবর্ত্তী দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কুটীরে একবার আগমন করিয়া অনুগৃহীত করিবার বাধা কি? এরূপ সময়ে যবনদিগের গুপ্তচরগণ প্রায়ই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে।"

অ। মোহনলাল! তোমার মুখ হইতে এরূপ বাক্য-বিন্যাস অভিনব বলিয়া বোধ হইতেছে—"তোমার সহিত আমাদের সুহৃদ্ সম্বন্ধই সর্ব্ব

স্থানে সর্ব্ব সময়ে ধর্ত্তব্য"———যাহা হউক এক্ষণে যদ্যপি যবনদিগের দশ শত গুপ্তচর সশস্ত্র হইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে দশ জনও কি জীবন লইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হয়?"

স। "বোধ হয় কেহই না।" সমরজিত মোহনলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মোহনলাল! হরলালের শারীরিক অবস্থা এক্ষণে কিরূপ;—যদিও সর্ব্বদা সংবাদ প্রাপ্ত হই বটে, তথাচ প্রত্যক্ষ না দেখিলে মনস্তুষ্টি জন্মে না।

মো। "হরলাল অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু আশা করি এক বার প্রত্যক্ষেই ———আর হরলালও আপনাদের দর্শন"———

স। "মোহনলাল! তুমি আমাদিগকে অত সমীহ করো না—তুমিও আমাদের সুহৃদ্ আমরাও তোমার সুহৃদ্"—সমরজিত কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ চল! হরলালকে একবার দেখিয়া যাওয়া যা'ক; (মৌনং সম্মতিলক্ষণং) নিরুত্তরই কুমার অজিতের সম্মতি স্বরূপ হইল—যুবকত্রয় (এক্ষণে বৈকল্পে সেনানীত্রয়ও বলা যাইতে পারে) হরলালকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দিকে গমন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রায় যথাস্থানে উপনীত হইলেন, (অনুচরগণ বহিঃস্থিত একটি গৃহে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতেছে)—কুমার সকলের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলেন,—সেই দিকে দ্বিতলস্থ একটি প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ হইতে নীল পর্য্যাম্বর-শোভি নক্ষত্রের ন্যায় কোমল মধুর জ্যোতিঃবিশিষ্ট দুইটি চক্ষু অজিতের দৃষ্টিতে পতিত হইল, সমস্ত মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ পার্শ্বে লুক্কায়িত হইল—যেন পূর্ণ শশী মেঘের অন্তরালে মুখ ঢাকিল, কুমার মনে মনে বলিতে লাগিলেন "নিরুপমে! আমাকে কি অদ্য অপরিচিত বা নূতন জ্ঞান করিলে, সেই জন্য আমাকে দেখিয়া মুখ লুকাইলে,—পার্শ্বস্থ যুবকদ্বয় ত তোমাকে দেখিতে পান নাই, তবে কেন এরূপ ভাব ধারণ করিলে—আমি কি কোন

প্রকার অপরাধে তোমার নিকট দোষী হইয়াছি? তবে কেন আমাকে তিরস্কার কর নাই?—অনেক দিন দেখি নাই বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছ—তোমাকে ত সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেখিতেছি।" কুমার অধিকক্ষণ সময় পাইলেন না, কারণ এক্ষণে তিনি হরলালের প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত,—তিনি সে স্থানে বিলম্বও করিতে পারিলেন না, তাহা হইলে সকলের পশ্চাতে থাকিতে হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন, সুতরাং তিনি যেরূপ ভাবে আসিতেছিলেন তদ্বিষয়ে অন্যথা করিতে পারিলেন না। পরে তিন জনেই অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া হরলালের প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন—হরলাল শয্যা হইতে ব্যস্ততা সহকারে উঠিলেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিয়া সমরজিত ও কুমার অজিতকে উপবেশন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, সমরজিত এবং অজিত আসন পরিগ্রহ করিলেন—অজিত সিংহ গবাক্ষ দ্বারের সম্মুখে উপবেশন করিলেন এবং সমরজিত অজিতের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন,—মোহনলাল কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন,—পরস্পরে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নানা বিষয়ক প্রয়োজনীয় বাক্য বিনিময় হইল, কিঞ্চিদ্দূর হইতে গবাক্ষ দ্বার দিয়া আবার পূর্ব্ব পরিচিত মৃদু পরিমিতা দৃষ্টি কুমারের উপর পতিত হইল—কুমার অজিতের নয়নদ্বয় ক্ষণেকের জন্য নিমেষ শূন্য হইল—তিনি সমরজিত ও মোহনলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে রাত্রও অধিক হইয়াছে, সকলেই প্রায় নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে, অতএব আমাদের আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি"—হরলাল বলিলেন, "আমিও সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করি"—"তোমার শরীর এখনও সম্যক্ রূপে সুস্থ হয় নাই, অতএব এরূপ অবস্থায় তোমার যাওয়া বিধেয় বোধ হয় না"—এই কয়েকটি কথা মর্ম্মানুসারে সমরজিত ও অজিত উত্তর করিলেন, হরলাল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না,—সেনানীদ্বয় উঠিলেন,—কুমার অজিত সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া একবার

মাত্র গবাক্ষ দ্বার দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন নিরুপমা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তর্হিতা হইলেন,—সমরজিত, অজিত এবং মোহনলাল প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ (সহচর সঙ্গে লইয়া রাজ পথ দিয়া উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, নিরুপমা অট্টালিকা হইতে শারদীয় চন্দ্রের আলোকে অজিত সিংহের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, নিরুপমা একাকিনী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, আপনা আপনি বলিলেন, "হায়! এরূপ ক্ষণমাত্র দর্শন ত আমার পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হইল। উঃ! দুষ্ট যবনেরা কি কুক্ষণেই শিবিকাক্রমণ করিয়াছিল। দিদি! তুমি কি এখনও জীবিতা আছ। আহা! তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতে—ইঁহারা কি আর তোমাকে দেখিতে পাইবেন? প্রায় তিন জন মাত্র একত্র হইয়া অসংখ্য যমদূত স্বরূপ যবনের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে যাইতেছেন, আহা! উঁহাদিগের কোমল শরীরে কি নিষ্ঠুরদিগের অস্ত্র পাত সহ্য হইবে,—কুমার! তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলে, আর কি কখন তোমার চরণ দেখিয়া এ হতভাগিনী চক্ষু সার্থক করিতে পাইবে? কেন আমাকে তোমার সঙ্গিনী করিলে না,—তোমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিলেও অনেক পরিমাণে আমার জীবনের সাধ মিটিত।" দেখিতে দেখিতে সেনানীত্রয় দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন; (নিরুপমা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের শয়ন গৃহাভিমুখে চলিলেন।)

আরোহিত্রয় ক্রমাগত বন-সঙ্কুল-রাজপথ বাহিয়া চলিলেন কোথাও বিশ্রাম করিলেন না—(অনেক সময়ে অশ্বপৃষ্ঠই তাঁহাদিগের বিশ্রাম স্থল হইত) পথিমধ্যে এমন স্থান দৃষ্ট হইল না—যেস্থানে তাঁহাদিগের অন্বেষণ-প্রয়াস 'শেষ হইবে বলিয়া' সন্দিহান হইতে হয়, দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন ললাটে হীরকের অলকাধারণ করিল—বিলাসীর সুখহরা শুকতারা প্রদীপ্তালোকে উদিত হইল—ক্রমে ক্রমে নিশানাথের

মোহন-কলেবর মলিনত্ব ধারণ করিল।—নিশানাথ কাঁদিলেন—কুমুদিনীকে কাঁদাইলেন—লতা, পত্র ও দূর্ব্বাদলোপরি তাঁহার ক্রন্দনের চিহ্ন প্রকটিত রহিল—কমলিনীর হাসিবার সময় অধিক-দূরবর্ত্তী নয় (জগতের গতিই এই রূপ,—একের ক্রন্দন অন্যের হাস্য) ক্রমে ক্রমে কোকিল, পাপিয়া ও বেঙেবউ ইত্যাদি বিহঙ্গম-গণ পুষ্প-পূর্ণ উপবন মাতাইয়া একতানে মধুমাখা সুর ছাড়িল,—এমন সময় অদূরে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল—অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইল, আরো অগ্রসর হইয়া আসিল—সকলেই যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—এমন সময়ে এরূপ স্থানে স্ত্রী-মূর্ত্তি! কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহাদের সন্দেহ-দূর হইল—মোহিনী—চিরপরিচিতা মোহিনী—প্রত্যুৎপন্নমতি মোহিনী!!! (মোহিনীও যুবক দিগের উষ্ণাষ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ কোন ক্রমেই বিজাতীয় নহে—অধিকন্তু যুবক দিগের কল্পনাও মোহিনী পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া ছিলেন—আর বিজাতীয় হইলেই বা মোহিনীর ক্ষতি কি—মোহিনী কয়েক দিবসের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন এবং নূতন আগন্তুককে তিনি সেইরূপে বশীভূত করিতে অসমর্থা নহেন) মোহনলাল ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "মোহিনি! তুমি এমন সময়ে কোথায় গমন করিতেছিলে" মোহিনী উত্তর করিলেন "স্বদেশে—আপনাদের নিকট—সংবাদ বহন করিতে"—ক্ষণেকের নিমিত্ত সকলেই মোহিনীর দিকে স্থির-নয়নে চাহিয়া রহিলেন, এত দিনের মধ্যে কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না, সকলেরই মনে ভীতির উদয় হইল মোহিনী সংবাদ আনিতেছেন—মোহিনী কি সংবাদ আনিতেছেন—সমরজিৎ ও অজিত স্তম্ভিত হইলেন মোহনলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মোহিনী" যে কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছে তাহা অন্য কাহারও দ্বারা হয় নাই।"

মো। "জ্ঞাত করা উপযুক্ত বোধ করি নাই।"

মোহনলাল উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোহিনি! সংবাদ! কি সংবাদ আনিতেছ—শীঘ্র বল।"

মো। "অতি উত্তম।"

মোহনলাল বলিলেন "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না স্পষ্ট করিয়া বল।"

মো। "শ্রুতি-সুখকর।"

মোহনলাল বলিলেন "মোহিনি, তুমি এখনও রহস্য ছাড়িতে পারিলে না,—উৎকণ্ঠার উপর আব উৎকণ্ঠা—বাড়াইও না"———

সমরজিত মোহিনীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং ব্যাকুলতা-সহকারে মধুব স্বরে বলিলেন—"মোহিনি! তুমি কি আমাকে চিরকালের নিমিত্ত কিনিয়া রাখিবে!"—মোহিনী ঈষদ্ধাস্যের সহিত উত্তর করিলেন "কিনিয়া রাখিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে"————

সমরজিত অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন, মোহনলাল পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ বিরক্তির* সহিত বলিলেন, "মোহিনি! তুমি এমন সময়েও পূর্ব্বের মত রহিলে!!" মোহিনী পুনর্ব্বার মৃদুহাসি হাসিলেন, "এখন কি অসময়,—সমস্ত স্বভাব আনন্দময়, পক্ষিচয় আনন্দে গান করিতেছে" এই কয়েকটি কথা মোহিনী উত্তর করিলেন, মোহনলাল বলিলেন, "তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর"—মোহিনী দেখিলেন মোহনলাল যথার্থই বিরক্ত হইয়াছেন, (এরূপ অবস্থায় কোন্ সহিষ্ণু পুরুষ বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন?) বলিলেন, "সকল কুশল কোন চিন্তা নাই এখন আপনারা এখানে অধিক-ক্ষণ দাঁড়াইবেন না—সূর্য্য উদিত হইবার

---

* মোহনলালের জীবন মধ্যে কখন বিরক্তি ভাব উদয় হয় নাই, বোধ হয় এই এক দৃষ্টান্ত।

অধিক বিলম্ব নাই—আমার সহিত আগমন করুন, আমি নিরাপদ স্থান দেখাইয়া দিতেছি, দিবাভাগ সেই স্থানে যাপন করিতে হইবে। সূর্য্যালোকে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইবে না—আমি সময়ক্রমে সমস্ত জ্ঞাত করাইব।” এই বলিয়া মোহিনী রাজপথে যুবকত্রয়কে কিয়দ্দূর অগ্রসর করাইয়া লইয়া গেলেন, এবং পার্শ্বস্থ একটি নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—রাজপথ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে একটি মন্দির দৃষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা সকলে প্রাগুক্ত মন্দিরের নিকট উত্তীর্ণ হইলেন। মোহিনী বলিলেন, “এই মন্দিরেই অদ্য আশ্রয় লইতে হইবে, এক্ষণে অধিকদূর গমনের প্রয়োজন নাই, এই মন্দির মধ্যে ত্রিলোকনাথ বিশ্বদেবের প্রতিমূর্ত্তি আছে।—কোন কালে কোন যবন এই মন্দিরের অস্তিত্ব জ্ঞাত হয় নাই। প্রায় শত হস্ত পশ্চিমে একটি নিবিড়শাখাপূর্ণ শ্রীফলের মূলে এক মহাত্মা যোগী পুরুষ সর্ব্বদাই বিশ্বদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন; তিনি উপবেশন করিলে তাঁহার সম্যক্ শুভ্র শ্মশ্রুরাশি ভূমি স্পর্শ করে; তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কলেবর হইতে সর্ব্বক্ষণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। প্রথম দিবস যে সময়ে আমি রাজপথ বাহিয়া চলিতেছিলাম, এক জন মনুষ্যের সহিত আমার হঠাৎ দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাকে কয়েকটি মাত্র অতি আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছিলেন। আমি ভয়পূর্ণ মনে এই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুত আসিয়া এই মন্দির দেখিতে পাইলাম, এবং যোগিবরের চরণে শরণ লইলাম; পরে সে মনুষ্য কোথায় গমন করিলেন তাহা কিছুই জানি না। যাহা হউক সে অনেক কথা, বিশ্রামের সময় সকল বিষয়ই জ্ঞাত করিব, আপনারা এই মন্দিরের নিম্নদেশে উপবেশন করুন।” সমরজিত, অজিত এবং মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া মোহিনীর কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহারা মোহিনীর কথা শেষ হইবার সময় স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হইলেন—এবং কয়েক জন অনুচরকে সেই অশ্বত্রয়ের যত্ন লইতে আদেশ করিয়া মন্দিরস্থ দেবকে

ভক্তিপুরঃসর প্রণাম করিয়া নিম্নস্থ প্রস্তরোপরি উপবেশন করিলেন। মন্দিরের চারিপার্শ্বে শ্রীফল, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষচয় সুপক্ক ও মনোহর ফলে শোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—স্থানে স্থানে বকুল, চম্পক ও মুচুকুন্দ পুষ্পবৃক্ষসমূহ স্বর্গীয় ভাবে সজ্জিত হইয়া সেই স্থানকে সুগন্ধে আমোদিত করিয়াছে; কিঞ্চিদন্তরে, একটি অত্যোচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে উৎস উত্থিত হইয়া নিম্নদেশে অতি নির্ম্মল বারি নিক্ষেপ করিতেছে—সেই স্থান দেখিলে বোধ হয়, শশিকলা বড় বিপদ্‌গ্রস্ত ভক্তসন্তানদিগকে স্নেহ ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে রচনা করিয়াছেন। মোহিনী যথাভক্তি-সহকারে ভগবান্ ভবেশকে প্রণাম করিয়া ফল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে গমন করিলেন, এবং যুবকত্রয়ও উৎসনির্গত স্বচ্ছ নীরে শীতল হইতে চলিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিনী যথাযথ আয়োজন করিয়া প্রচুর ফলসহ প্রত্যাগমন করিলেন, এবং যুবকত্রয়ও যথাস্থানে পুনর্ব্বার উপনীত হইলেন। স্নানান্তে সকলে দেবদেব মহাদেবের শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া রন্ধন করিলেন; পরে ফলাদি আহার ও উৎসের নির্ম্মল জল পান করতঃ শ্রান্তিদূর করিলেন। মোহনলাল মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মোহিনি! এক্ষণে সমস্ত বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়া উৎকণ্ঠা নিবারণ কর।" মোহিনী বলিলেন, "আপনারা রাজপথের যে স্থান হইতে এই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানের কিঞ্চিদগ্রে উত্তর পশ্চিম বাহিয়া আর একটি অপ্রশস্ত পথ বিদ্যমান আছে, সকলে বলে ঐ পথ আগরা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। সমরজিত ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কি আগরা গমনের কষ্ট লইতে হইয়াছিল?"—মোহিনী উত্তর করিলেন, "আমার আগরা যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই, প্রথমে আগরা যাইবারই কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু"—মোহিনী এই সময়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন, মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি?"—মোহিনী পুনর্ব্বার

আরম্ভ করিলেন "কিন্তু সেই স্থানেই অভিলষিত অন্বেষণের অনুসন্ধান পাইলাম"—যুবকত্রয় ব্যগ্রতাসহকারে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে অনুসন্ধান পাইলে ?" মোহিনী বলিলেন, "সে অনেক কথা"—মোহিনী যুবকগণের জেদ্ এড়াইতে পারিলেন না—সুতরাং তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিতে হইল—মোহিনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন—তিনি বলিলেন "সেই স্থানে একটি মনুষ্যের সহিত দেখা হইয়াছিল।"

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপ মনুষ্য ?"

মোহি। "বিলম্বিত শ্মশ্রুবিশিষ্ট।"

মোহ। "তাহাকে কিরূপ বোধ হইয়াছিল ?"

মোহি। "প্রথমে বিজাতীয় বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।"

সকলে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?"—মোহিনী উত্তর করিলেন "অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ভ্রম দূর হয় নাই—সে ব্যক্তি আমাকে কেবল মাত্র এই বলিল যে, 'আগরায় নয় কৃষ্ণগড় পর্ব্বতের দুর্গে—অতিশীঘ্র বামপার্শ্বের অরণ্যে প্রবেশ কর—তথায় এক প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির দেখিতে পাইবে—যদি সুবিধা হয় তবে অদ্যই দেখা করিব, নচেৎ সময় নষ্ট করিও না; মন্দির হইতে অল্পদূর উত্তর পূর্ব্বে একটি অতিক্ষুদ্র পথ দেখিতে পাইবে, সেই পথ দিয়া এক দিবস ক্রমাগত যাইলে একটি স্তূপাকার প্রস্তররাশি দেখিতে পাইবে, তুমি যখনই সেই স্থানে পৌছিবে আমার সহিত দেখা হইবেই হইবে;'—এই বলিয়া সত্বর প্রস্থান করিলেন। আমি তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং মনে ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল, জীবনের জন্য কোন ভয় হয় নাই, কিন্তু ভাবিলাম—দুষ্ট যবনদিগের কোন প্রকার কুচক্র হইলেও হইতে পারে। যাহা হ'ক আমি ভূতনাথ ভবেশ্বর চরণে প্রণাম করিয়া সেইরূপ করিলাম—প্রায় দুই দিবসের মধ্যে সেই মনুষ্যোক্ত স্তূপাকার প্রস্তররাশির

নিকট উত্তীর্ণ হইলাম—পারিজাতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিব, ইহা আর বাহুল্যের বিষয় নয় ”———পারিজাতের নাম শ্রবণ করিবামাত্র সমরজিত চমকিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। কুমার অজিত ও মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন “অতঃপর কি হইল?” “আমি সেখানে পৌছিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—এমন স্থানে উপস্থিত হইলাম যে কোন স্থানে কোন পথ দেখা যায় না, চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রস্তরশ্রেণী—মহাসমস্যায় পড়িলাম, পুনর্ব্বার মহাদেবের চরণ স্মরণ করিলাম, অল্পক্ষণ পরে দেখিলাম পূর্ব্বোক্ত শ্মশ্রুধারী প্রস্তররাশির উপর দিয়া আমার নিকট অগ্রসর হইতেছে, সে একটী গুপ্ত পথ দিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আমাকেও সেই গুপ্ত পথ দিয়া তাহার সহিত একটি গৃহে লইয়া গেল। আমাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া দুই একটি সুখাদ্য ফল ও পানীয় প্রদান করিল; আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম কিন্তু সে বলিল ‘আমি বিজাতীয় নহি।’ এই বলিয়া উপবীত দেখাইল—আমি স্থির হইয়া রহিলাম। সে পুনর্ব্বার বলিল ‘মোহিনি! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না—আমিত এখানে অধিক দিন আসি নাই?’ এমন স্থানে তাহার মুখ হইতে আমার নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম—তাহার মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলাম. সে ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল ‘মোহিনি! তালগাছের কথা মনে পড়ে?’ আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই চিনিতে পারিলাম, পুরোহিত ঠাকুর গণেশ”—মোহিনী কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নিস্তব্ধ হইলেন, সকলে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “মোহিনি! তার পর, তার পর!!” মোহিনী পুনরারম্ভ করিলেন “তার পর আমি শ্রান্তি দূর করিয়া গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম ‘কত দিন এখানে আসিয়াছ’ একবারমাত্র এ বিষয়ের কল্পনা তোমার মুখ হইতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তখন উপহাস করিয়াছিলাম—তৎপরে পারিজাতের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসু হওয়াতে গণেশ

উত্তর করিল 'সমস্ত শুভ—উতলা হইও না—সমস্ত স্থির হইয়াছে'—এই মাত্র বলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল, অসংখ্য ভাবনা আসিয়া আমার মনে স্থান লইল—প্রায় অর্দ্ধ প্রহর সময় উত্তীর্ণ হইলে পর গণেশ প্রত্যাগমন করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি উপায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে? গণেশ উত্তর করিল 'কল্য মুসলমানদিগের এক পর্ব্ব আছে, কল্য তাহারা সকলেই ব্যস্ত থাকিবে—এবং আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইবে; কেহ কাহারও সংবাদ জানিবে না—তখনি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। আমি সকলের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছি—ইহাদের প্রধান সেনাপতি করিম-খাঁ আমার সমস্ত কথায় প্রত্যয় করে; এবং দুর্গের প্রধান প্রধান কক্ষের সমস্ত ভার আমারই উপর অর্পিত হইয়াছে—কি আশাতে আমাকে তাহার অনুরাগ ভাজন করিয়াছে—তাহা জানি না—বোধ হয়, ভবিষ্যতে কোন দুরভিসন্ধি থাকিলেও থাকিতে পারে—আর অন্যান্য অনুচরগণও আমাকে সম্মান করিয়া থাকে———।' পর দিন সন্ধ্যাকালে গণেশ আমাকে প্রস্তর রাশি মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া লইয়া গেল—সেই পথ দুর্গপার্শ্বস্থ পরিখার কিঞ্চিদগ্রে শেষ হইয়াছে; এবং এরূপ ভাবে রচিত যে, সে পথ স্বরূপতঃ বিদ্যমান আছে কি না, তাহা অনেকেই জানে না। সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিল,—সেই সময়ে আমরা পরিখা-জলস্থিত একখানি ক্ষুদ্র তরণীর উপর আরোহণ করিলাম এবং গণেশ ঠিক পারিজাতের বন্দি-গৃহের পশ্চাতে লইয়া আসিল; তথায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম, উক্ত প্রকো-ষ্ঠের গবাক্ষ অতিশয় উচ্চস্থিত—আমি ভাবিতে লাগিলাম,—গণেশ বলিল 'দক্ষিণ পার্শ্বে দশ হস্ত অন্তরে চল;' গণেশ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল—দেখিলাম—আর একটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ পথ ঘূর্ণিত হইয়া পারিজাতের প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ প্রায় পরিব্যাপ্ত করিয়াছে—দেখিলে বোধ হয়, সেই উর্দ্ধ-দিকস্থ পথটি আজি কালি মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে—অনেক কষ্টে আমরা সেই

স্থানে আরোহণ করিলাম—গণেশ একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা লইয়া একবার মাত্র মৃদু ভাবে বাজাইল—গবাক্ষদ্বারে পারিজাত উপস্থিত! আহা পারিজাতের বাহ্যিক মূর্ত্তি কিরূপই বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!!' আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই—পারিজাত আমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, এবং দরদরিত বেগে অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া গবাক্ষদ্বার ভাসাইতে লাগিল। অশোকবনে সীতাদেবীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল—পারিজাতেরও অবস্থা ঠিক সেইরূপ, পারিজাত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'দিদি! আমি কি আর এ পাপ পুরী—এ রাক্ষসপুরী হইতে উদ্ধার হইয়া গুরুজনদিগের চরণ দেখিতে পাইব।' গণেশ উত্তর করিল, 'বৎসে! কোন ভয় নাই, সকল কষ্টের শেষ হইয়াছে; এক পক্ষের মধ্যেই তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইব।' পারিজাত পুনর্ব্বার বলিল 'পিতঃ! আরও এক পক্ষ কি আমি জীবিতা থাকিব'—এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম, এবং সময়োপযোগী শান্ত্বনা প্রদান করিয়া দুই জনেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাগমন করিলাম। গণেশ আমাকে সমস্ত অবগত করাইয়া এবং সাক্ষাতে দেখাইয়া যোধপুরে সংবাদ দিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল—এত দিন জ্ঞাত হইয়াও যে নিজে আইসে নাই, তাহার কারণ এই যে, অধিক দিন অনুপস্থিত থাকিলে, করিমের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারিত; এবং পারিজাতকে স্থানান্তরিত করিলে সমস্ত শ্রম ও কৌশল ব্যর্থ হইত—আমি শুনিলাম পারিজাতকে তাহারা একেবারে আগরায় লইয়া যায় নাই, পথিমধ্যে অনেক স্থানে রাখিয়াছিল, প্রায় দুই মাস পরে আগরায় লইয়া গিয়াছিল। সেখানেও উত্তমরূপ সংরক্ষণের স্থান না থাকাতে কৃষ্ণগড় পর্ব্বতের দুর্গে লুক্কায়িত করিয়াছে—গণেশ বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণগড়ে পৌঁছিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকট সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম পথিমধ্যে আপনাদের সহিত দেখা হইল।" যুবকত্রয় স্থিরনয়নে ও একচিত্তে

মোহিনীর কথা শুনিলেন এবং অশ্রুবারি বিগলিত করিলেন, বলিলেন "ভগবন্, তোমার মহিমায় কি না হইতে পারে!"

সমরজিত গণেশ ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি স্বরূপতই ব্রহ্মণ্যদেব! তোমরই যথার্থ ঈশ্বরানুরক্তি!!" দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কুমার অজিত, সমরজিত, মোহনলাল ও মোহিনী গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহাদেবের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দনা করিলেন, "দেব! তুমি যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর তাহার পক্ষে সকলি সম্ভব, তোমার চরণে স্থান পাইলে সমস্ত বিপদ দূরে পলায়ন করে—অদ্য তোমার চরণ স্মরণ করিয়া আমরা যাত্রা করিতেছি—যদি দাসগণের প্রতি কৃপা থাকে, তবে পুনর্ব্বার তোমারই চরণে প্রণত হইব, নচেৎ দাসগণ তোমার নিকট—চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিল।" এই বলিয়া তাঁহারা বহির্গত হইলেন এবং অনুচরেরা অশ্বসহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্দিষ্ট স্থানের নিমিত্ত গমন করিতে লাগিল——……

প্রায় দুই দিবসের মধ্যে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন—গণেশ ঠাকুর দূর হইতে কুমার অজিতসিংহ, সমরসিংহ, মোহনলাল এবং মোহিনীকে দেখিলেন এবং ব্যস্ততা সহকারে অত্যল্পকাল মধ্যে তথায় আগত হইয়া কুশল বারতা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেককে উপবেশন স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। যুবকগণ গণেশকে প্রণাম করিয়া শুভ্র প্রস্তরখণ্ডোপরি উপবেশন করিলেন; এবং যথাযথরূপে শ্রান্তিদূর করিলেন, গণেশ বলিলেন "বোধ হয় কুমারগণ মোহিনীর নিকট সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "ঠাকুর আপনারই অনুগ্রহে ও অধ্যবসায়ে"—— "আপনি এস্থানে কি প্রকারে অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন?" গণেশ উত্তর করিলেন "বৈশাখ মাসে আমি বাটী হইতে বহির্গত হই, আপনারা এ সংবাদ জানিতেন না, কারণ কি উদ্দেশে এবং কত দিনের নিমিত্ত আমি বাটি হইতে

বহির্গত হই, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, যোধপুর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ আসিয়াছি, এমন সময় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এবং ভীমনাদে মেঘাড়ম্বর আরম্ভ হইল। ভয়ানক ঝড় বহিয়া চারিদিক অন্ধকার করিল। আমি অদূরে একটি কুটীর দেখিতে পাইলাম; সেই স্থানেই সেই রাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উক্ত কুটীরে কয়েক জনমাত্র স্ত্রীলোক ও একটি বালক বাস করিত। প্রধানাকে আমি কৌশলক্রমে জিজ্ঞাসা করাতে, বলিল প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে সম্মুখস্থ পথ দিয়া একখানি গাড়ি ও পশ্চাতে কয়েক জন অশ্বারোহী গমন করিয়াছে। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যথানুসারে পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম; এবং নানা স্থানে কৌশলক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া আগরায় পৌঁছিলাম। আগরায় পারিজাতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন সুবিধা হয় নাই, পরে আমি করিমখাঁর প্রহরীস্বরূপ নিযুক্ত হই, প্রথমে করিমখাঁ আমাকে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয় নাই, যাহা হ'ক ক্রমে ক্রমে বিশেষ কারণবশতঃ করিমখাঁ আমার প্রতি আস্থা দেখাইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণগড়ে আসিবার সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। আমিও বিশেষরূপ অনুরক্তি দেখাইতে লাগিলাম। এক দিবস কয়েক জন যবন-সেনা আমাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিল, তাহারা এক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত হইল, আমি কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইয়া মোহিনীকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পথিমধ্যে অধিকক্ষণ মোহিনীর সহিত কথা কহিতে সাহস হইল না, সেই জন্য কয়েকটিমাত্র বিশেষ কথা মোহিনীকে শিক্ষা দিলাম; অল্পক্ষণ-মধ্যেই যবনসেনাগণ আমার পশ্চাতে উপস্থিত হইল এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আবার প্রত্যাগমন করিল, বোধ হয় মদ্যপানে, উন্মত্ত হইয়া তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল।"